বিন্দুগুলি যোগ করে ছবি আঁকি ও রং করি :

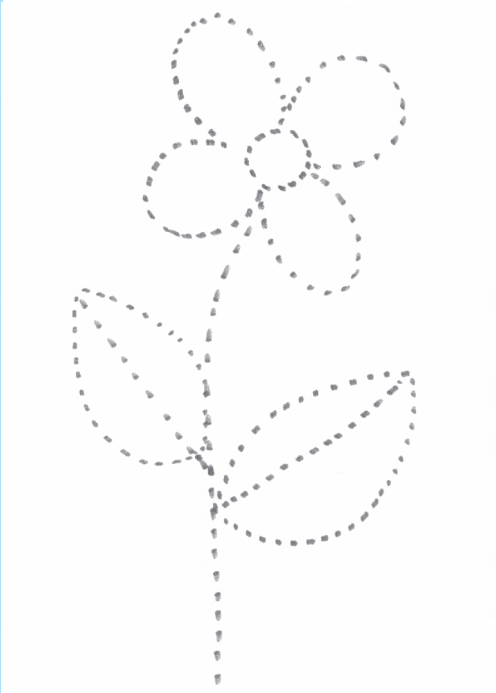

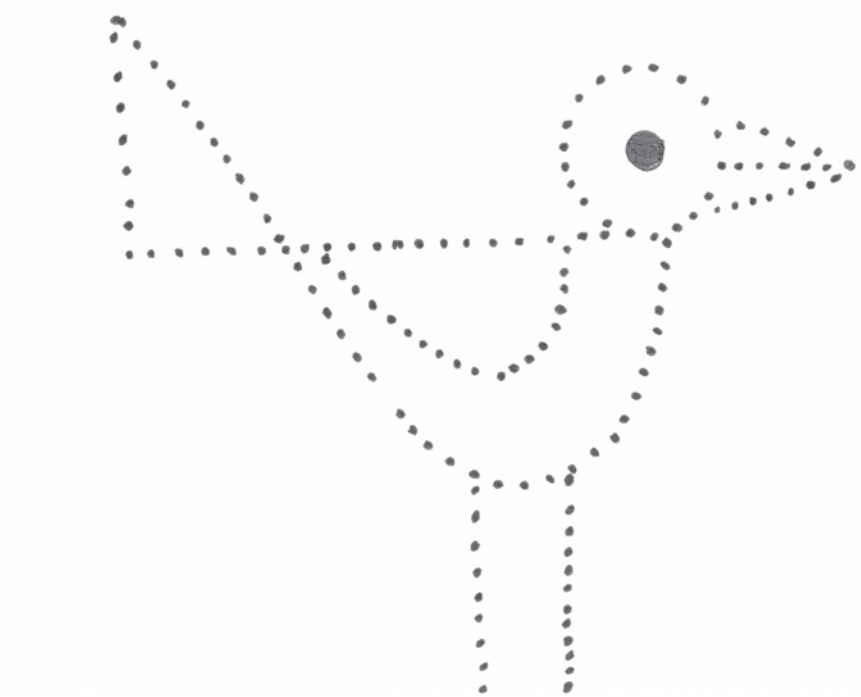

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলি সম্পূর্ণ করবে। ছবিগুলিতে রং করবে।

আলোর উৎসব

আজ উৎসবে আমরা মোমবাতি জ্বালাব। মিতা দিদি আমাদের ৪ জনকে ৮টি মোমবাতি সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। আমরা প্রত্যেকে কতগুলো মোমবাতি পেলাম হিসাব করে দেখি।

পেলাম, ৮ ÷ ৪ = ☐

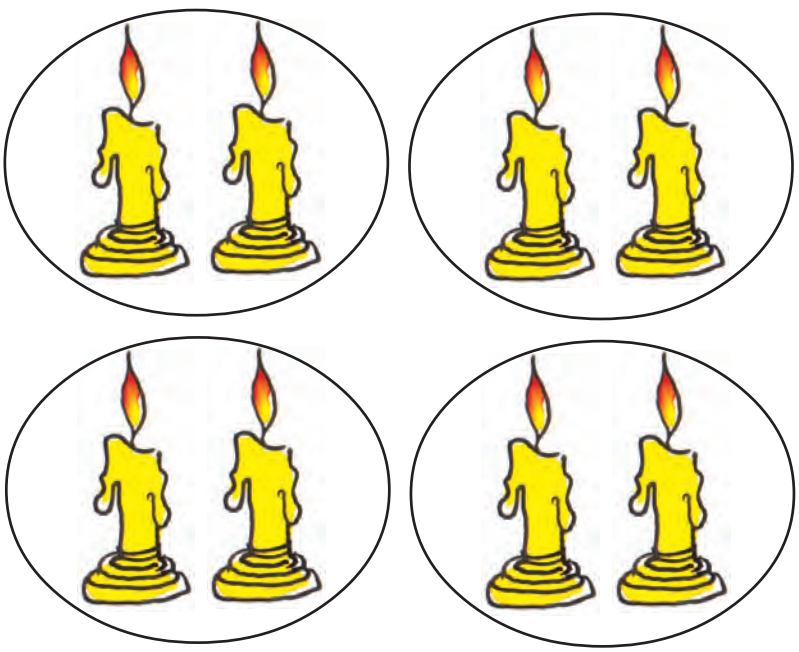

৮
−৪
৪ → ১বার

−৪
০ → ২ বার

প্রত্যেকে ☐ টি করে মোমবাতি পেলাম।

শিখন পরামর্শ : দল গড়ে ও বিয়োগ করে ভাগের ধারণা হবে।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি ৪ × ২ = ৮

১২ জন লোক নদীর এপার থেকে ওপারে যাবে। তিনটি নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। প্রতি নৌকায় সমান সংখ্যক লোক উঠবে। প্রতি নৌকায় কত জন লোক উঠবে হিসাব করি।

প্রতি নৌকায় উঠবে ☐ ☐ ☐ = ☐ জন।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি ☐ × ☐ = ☐

বার বার বিয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করে নিজে ভাগ করি।

নীচের অঙ্কগুলি বার বার বিয়োগ করে ও দল গড়ে ভাগ করি।

১০ টি বল আছে। ২ টি ঝুড়িতে সমান সংখ্যায় রাখি।

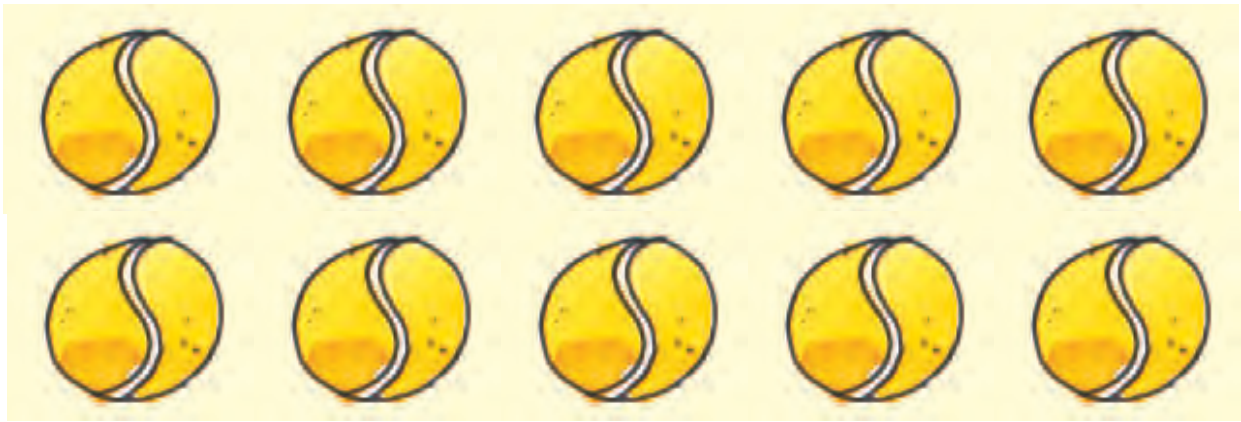

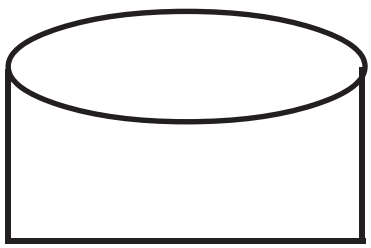

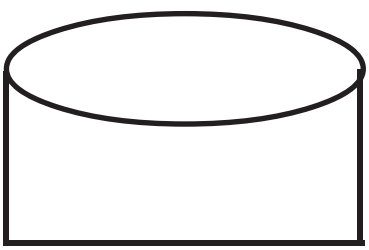

বার বার বিয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করে ভাগ করি।

১০ ÷ ২ = ৫

১ টি ঝুড়িতে রাখলাম ☐ টি বল।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি

৫ × ২ = ১০

১২ টি বেলুন আছে। ৩ টি জায়গায় সমান সংখ্যায় বেলুন ভাগ করে রাখি।

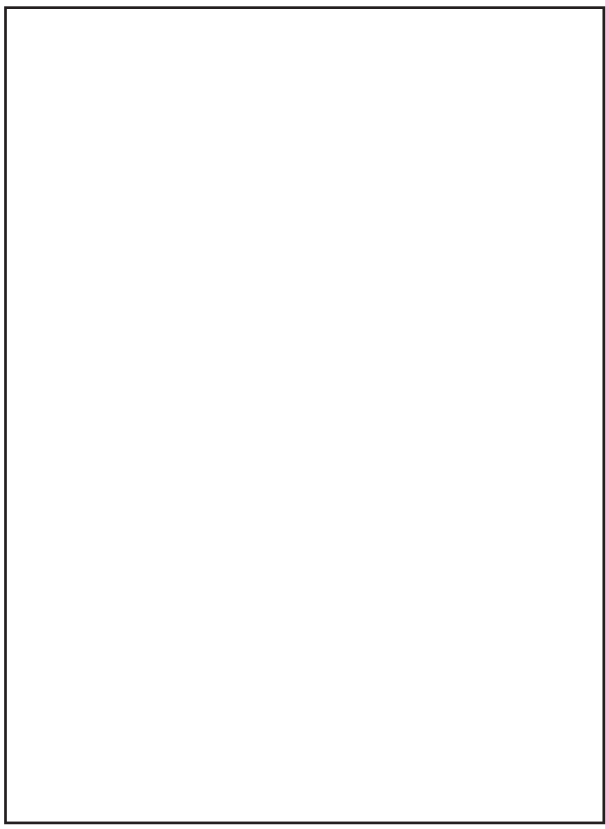

☐ ÷ ☐ = ☐

১টি জায়গায় ☐ টি বেলুন রাখলাম।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি ☐ × ☐ = ☐

শিখন পরামর্শ : দল গড়ে ও বিয়োগ করে ভাগের ধারণা হবে।

আজ আমরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে খেলা করব। আমরা মোট ২০ জন বন্ধু মাঠে খেলতে এসেছি। প্রতি দলে কতজন থাকব হিসাব করি।

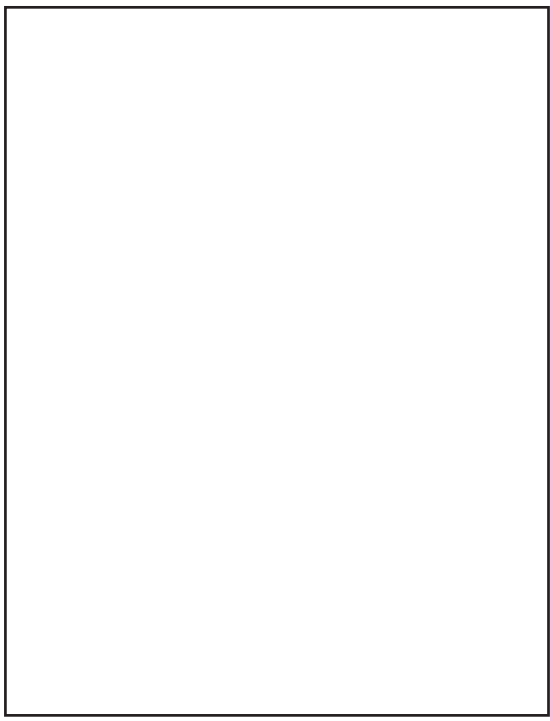

☐ ÷ ☐ = ☐

প্রতিটি দলে ☐ জন থাকব।

ঠিক করেছি কিনা যাচাই করি

☐ × ☐ = ☐

কাঠি দিয়ে দল গড়ি

২১ ÷ ৩ কীভাবে পাই দেখি

২১ টি কাঠি নিলাম। ৩ টি দল গড়ি যাতে সমান সংখ্যক কাঠি থাকবে।

২১ →

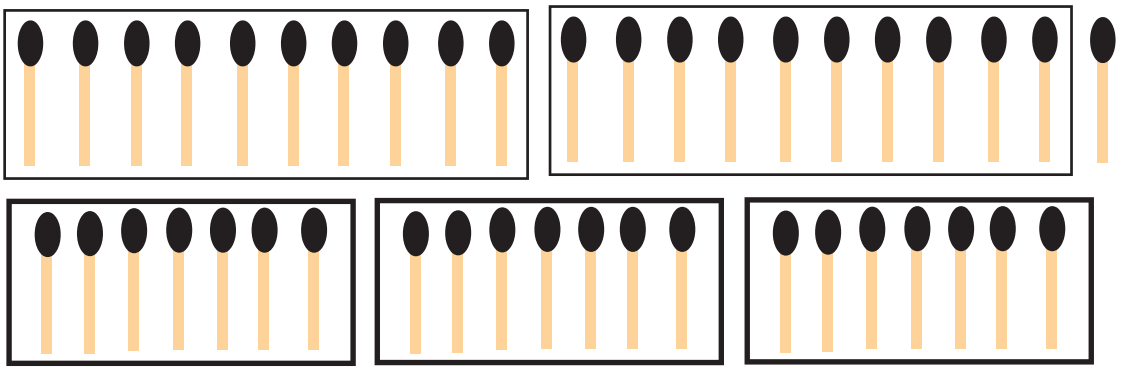

একটি দলে ☐ টি কাঠি আছে।

তাই , ২১ ÷ ৩ →   → ৭

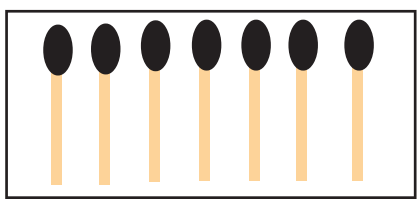

অন্যভাবে পাই,

```
    ৭
  ┌────
  │ দ এ
৩ │
  │-২ ১
  │
  │ ২ ১
  ─────
     ০
```

[যেহেতু ৩ × ৭ = ২১]

শিখন পরামর্শ : কাজের মাধ্যমে ভাগের ধারণা।

২১
- ৩ ➡ ১ বার

১৮
- ৩ ➡ ২ বার

১৫
- ৩ ➡ ৩ বার

১২
- ৩ ➡ ৪ বার

৯
- ৩ ➡ ৫ বার

৬
- ৩ ➡ ৬ বার

৩
- ৩ ➡ ৭ বার

০

[২০ ÷ ৫] কীভাবে পাই দেখি

[২০] টি কাঠি নিলাম। [৫] টি দল গড়ি যাতে প্রত্যেক দলে সমান সংখ্যক কাঠি থাকে।

[২০] →

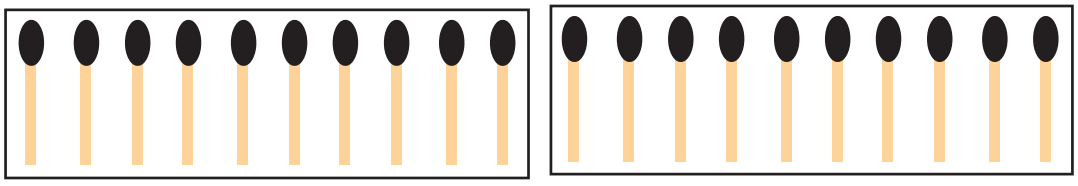

(নিজে কাঠি বসাই)

→ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

একটি দলে [ ] টি কাঠি আছে।

তাই ২০ ÷ ৫ →   → [ ]

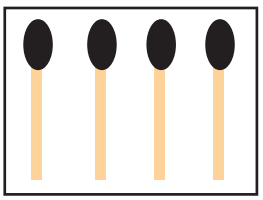

```
      [ ]
  ┌──────
৫ │ দ  এ      [যেহেতু ৫ × [ ] = ২০]
  │-২  ০
  │ ২  ০
  └──────
       ০
```

বিদ্যাসাগরের কথা

বাবার সঙ্গে হেঁটে কলকাতায় আসছে ছেলেটি। রাস্তার ধারে মাইলফলক দেখিয়ে বাবা চেনালেন ইংরেজি সংখ্যা। চটপট শিখে নিল সে। ইংরেজিতে লেখা ছিল ১৯। তারপর ১৮,১৭... এভাবে ১০। তারপর যতবার এল মাইলফলক, প্রতিবার সেই বালক

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে। অর্থ অনুধাবন করবে।

নির্ভুল উত্তর দিল। বাবা তো অবাক। সত্যিই এত তাড়াতাড়ি শিখেছে? তাহলে ছেলের স্মৃতিশক্তি তো অসাধারণ! পরীক্ষা করার জন্য একটা মাইলফলক পেরিয়ে যাবার সময় ছেলের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন তিনি। কথায় কথায় তাকে ভুলিয়ে রেখে নিয়ে চললেন পরের মাইলফলকের দিকে। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, ছেলে হয়তো আন্দাজে সংখ্যা চেনাচ্ছে। পরের মাইলফলক ছেলেকে দেখাতেই সে বলল, এখানে ভুল লেখা আছে। হবে ৬, কিন্তু লেখা আছে ৫। বাবা বুঝলেন যে, ছেলের মেধার কোনো তুলনা হয় না।

পরবর্তীকালে এই বালকের পাণ্ডিত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বাংলার শিক্ষাজগৎ আর সাহিত্যক্ষেত্র। তাঁর অবদান আজও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই

দিক্‌পাল মানুষটির নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট্ট ঈশ্বর-কে নিয়ে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় মাইলফলকের ঘটনাটি ঘটে।

শব্দার্থ :

মাইলফলক — পথের পাশে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে মাইলের সংখ্যা লেখা পাথরের ফলক। নির্ভুল — ঠিক। স্মৃতিশক্তি — মনে রাখার ক্ষমতা। নজর —দৃষ্টি। দিক্‌পাল — বিখ্যাত।

হাতেকলমে

১. ‘বাবার সঙ্গে হেঁটে কলকাতায় আসছে ছেলেটি।’

— ‘বাবা’ ও ‘ছেলে’-র পরিচয় দাও।

২. বাবা কীভাবে ছেলেকে ইংরেজি সংখ্যা চেনালেন?

৩. বাবা কীভাবে তাঁর ছেলের মেধার পরিচয় পেলেন?

৪. নীচের ঘটনাগুলি সাজিয়ে লিখি :

৪.১ পরীক্ষা করার জন্য একটা মাইলফলক পেরিয়ে যাবার সময় ছেলের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন তিনি।

৪.২ রাস্তার ধারে মাইলফলক দেখিয়ে বাবা চেনালেন ইংরেজি সংখ্যা।

৪.৩ তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, ছেলে হয়তো আন্দাজে সংখ্যা চেনাচ্ছে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

৪.৪ বাবা বুঝলেন যে, ছেলের মেধার কোনো তুলনা হয় না।

৪.৫ পরের মাইলফলক ছেলেকে দেখাতেই সে বলল, এখানে ভুল লেখা আছে।

৫. অর্থ লিখি :

চটপট _____ অবাক _____

উজ্জ্বল _____ নজর _____

৬. বাক্য রচনা করি :

স্মরণ, অসাধারণ, তুলনা, অবদান ।

See and Say :

It is a ball.

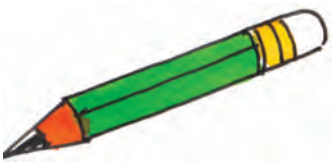

It is a pencil.

It is an ice-cream

It is a bag.

Use of introuctory it :

It is used in the beginning of a sentence in case of non-living things; for living things except human beings.

Learning tips : *Students will read the sentences, They will learn the use of* ***introductory it.***

See and write :

It is a clock.

_____.

_____.

_____.

রঙিন কার্ড নিই :

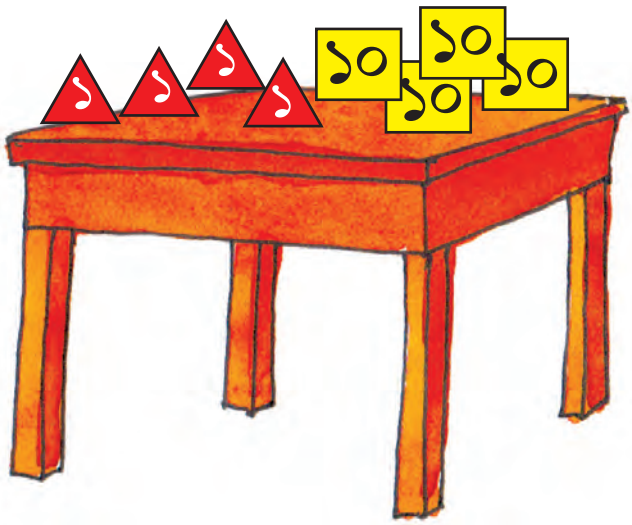

আজ আমি টেবিলে অনেক ১ ও ১০ কার্ড রেখেছি। বন্ধুদের নিয়ে কার্ডের সমান দল গড়ার চেষ্টা করব। এবার কি পেলাম দেখব ও ভাগফল লিখব।

চামেলি তুলল →

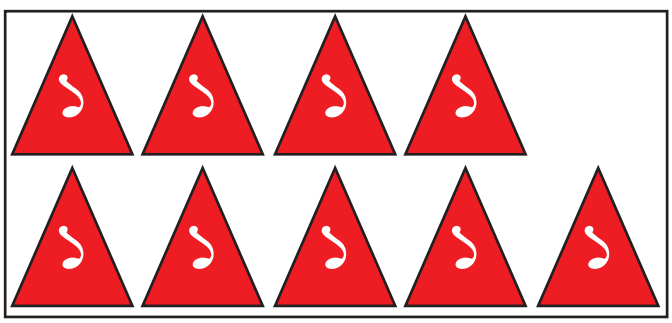

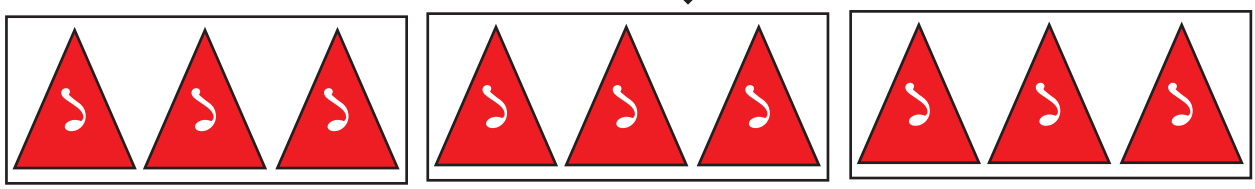

শিখন পরামর্শ : কার্ডের মাধ্যমে এক বা দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগের ধারণা।

তিনটি সমান দলে সাজিয়ে ফেলি

৯ ÷ ৩ →   → ৩

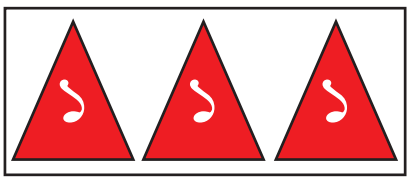

ভাগফল → ৩

যাচাই করি,

```
      ৩
   ┌────
৩  │ এ
   │ ৯
   │−৯
   └────
      ০
```

লীনা তুলল,

১২ → ৯ ÷ ৩ →

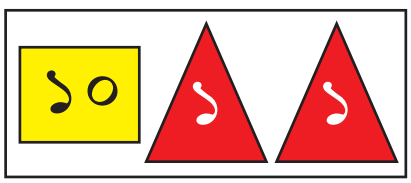

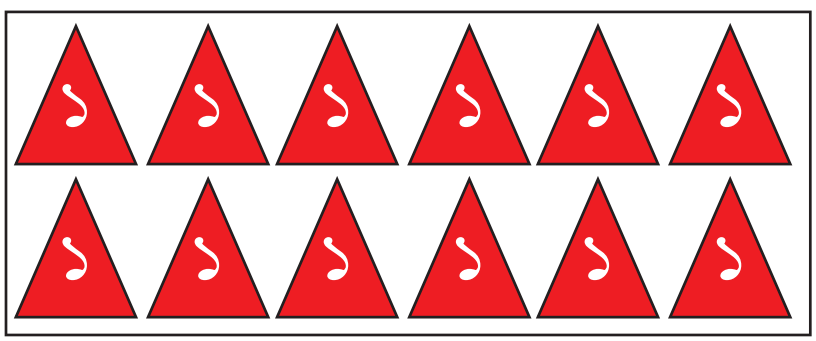

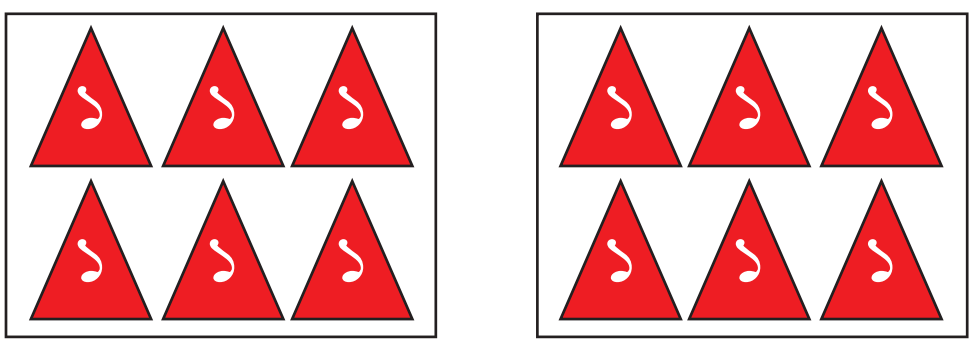

→

→

সমান দুটি দলে সাজিয়ে পেল → ১২ ÷ ২

→ 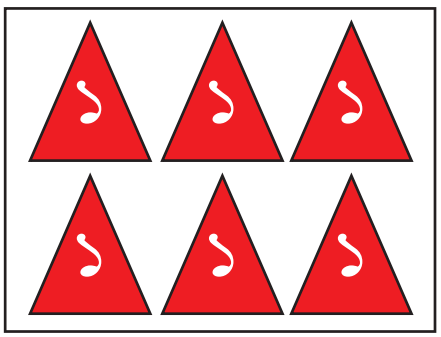

→ ৬

ভাগফল → ☐

যাচাই করি

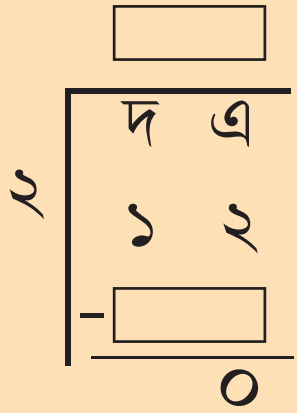

মেরি তুলল,

৩২ → 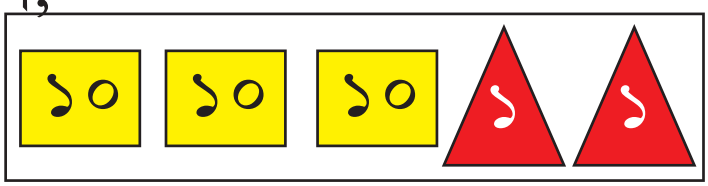

→ 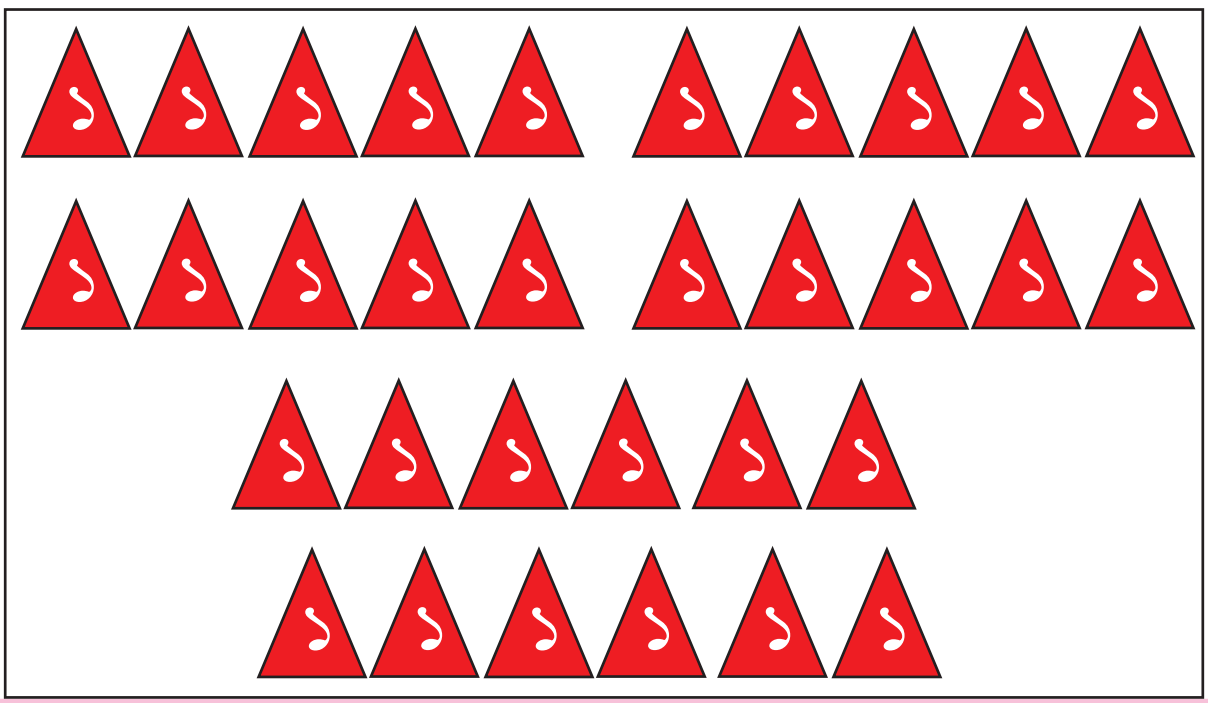

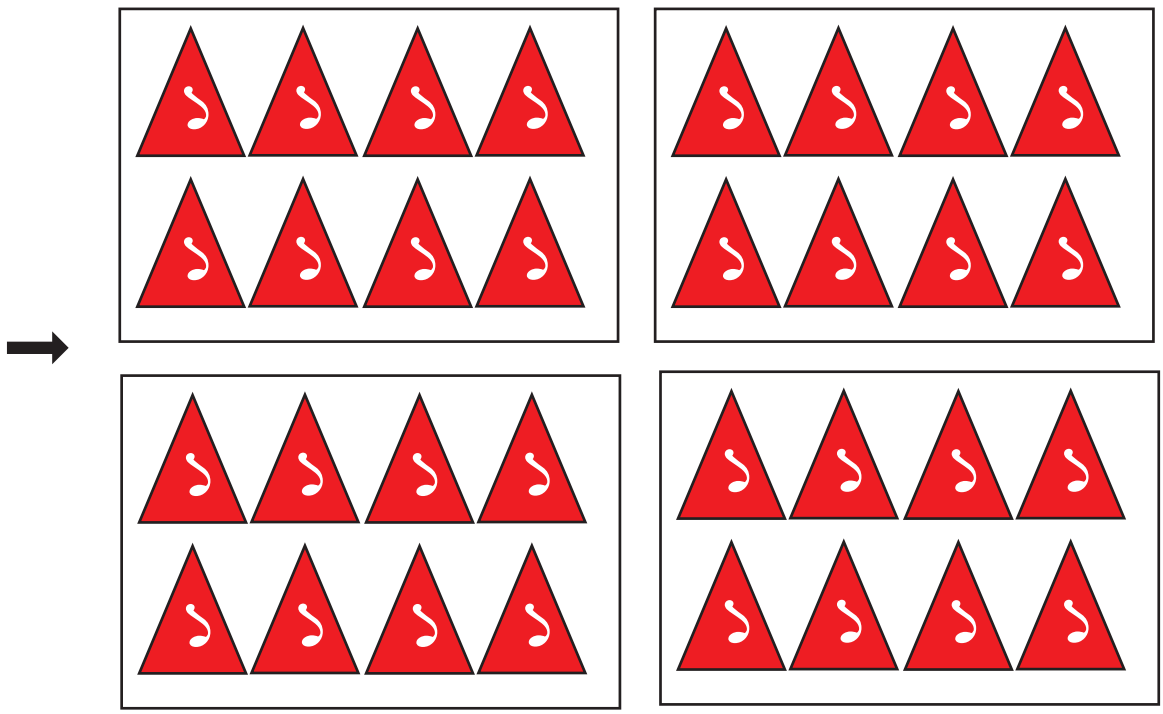

চারটি সমান দলে সাজিয়ে পেল → ৩২ ÷ ৪

→ ৮

ভাগফল → ☐

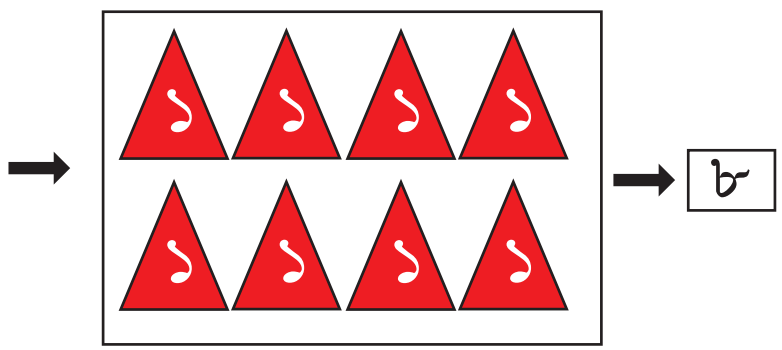

যাচাই করি

☐

	দ	এ
☐	৩	২
	− ☐	
		০

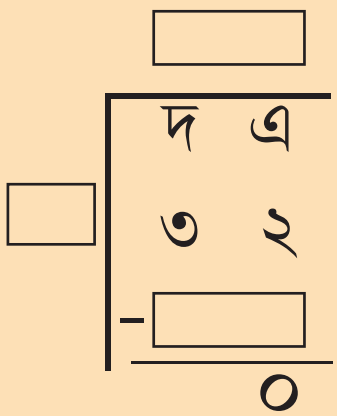

মিহির তুলল → ৪৪ →

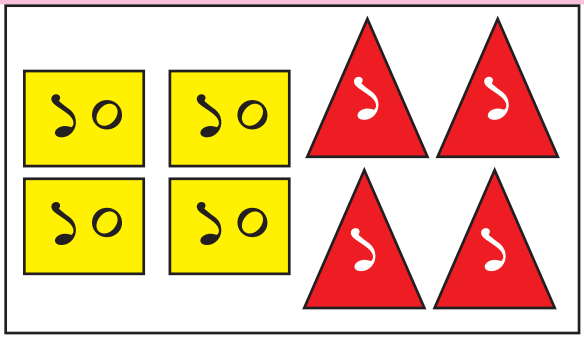

→

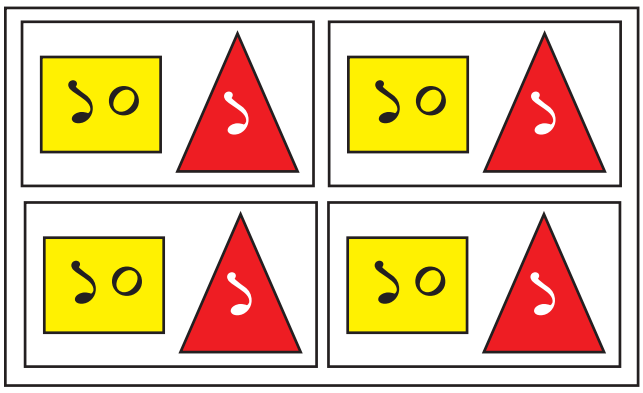

৪ টি সমান দলে ভাগ করি → ৪৪ ÷ ৪

→

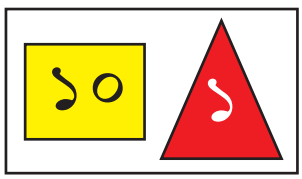

→ ১১

ভাগফল → ☐

১০ + ১ = ১১

দ	এ
৪	৪
- ৪	০ (৪ × ১০ = ৪০)
	৪
-	৪ (৪ × ১ = ৪)
	০

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

অলোক তুলল,

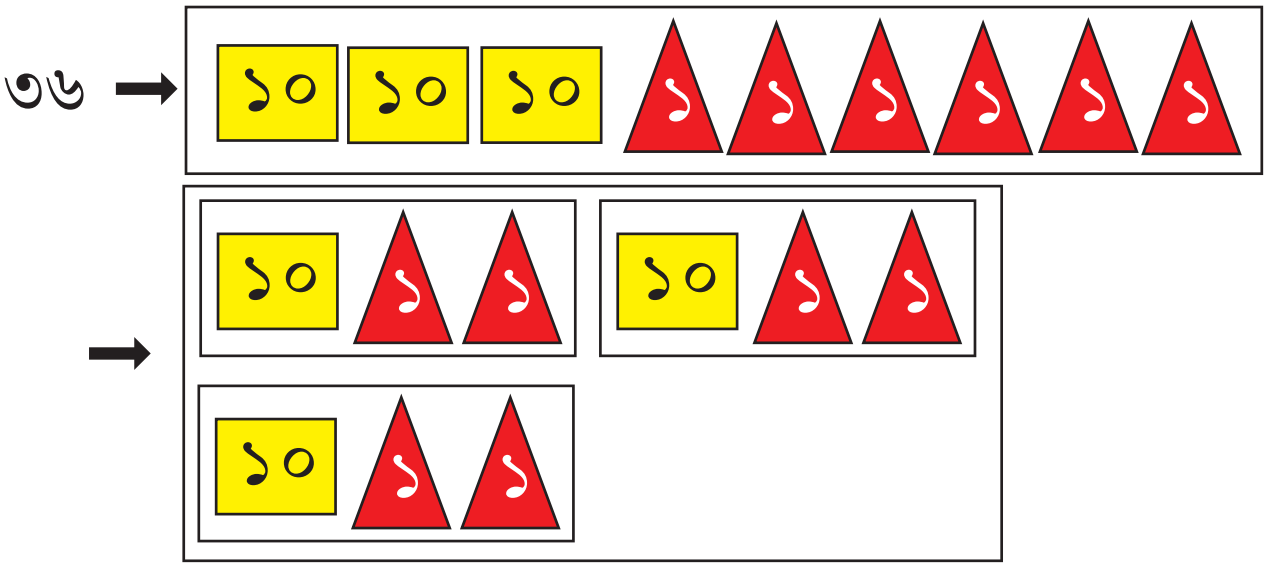

৩৬ →

→

সমান ৩টি দলে ভাগ করে পাই → ৩৬ ÷ ৩

→

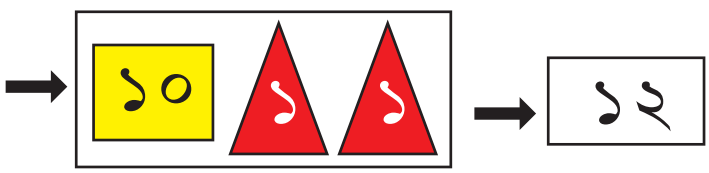

→ ১২

ভাগফল → ☐

১০ + ২ = ১২

	দ	এ
☐	৩	৬
	−৩	০
		৬
	−	৬
		০

রেজিনা তুলল,

৩২ →

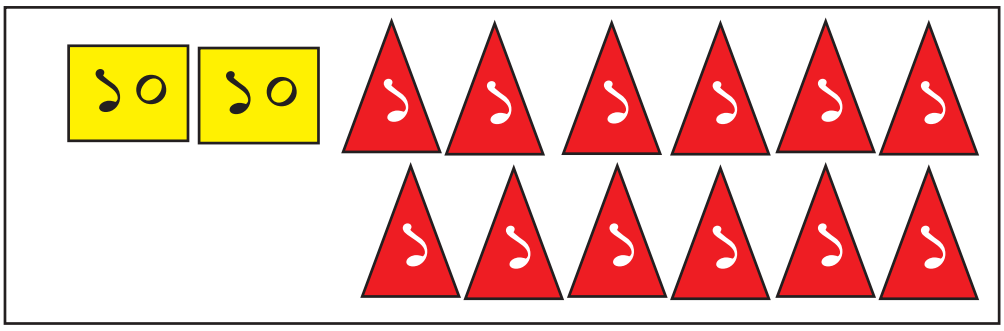

→

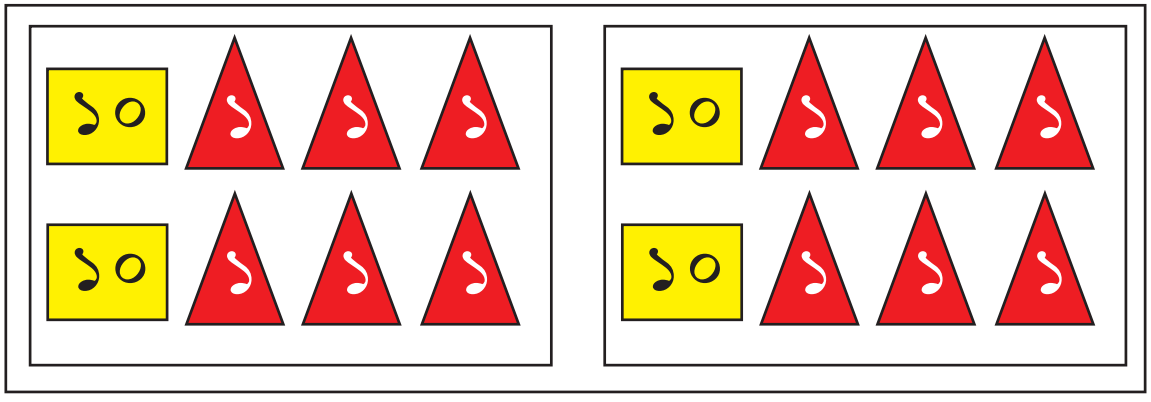

সমান দুটি দলে ভাগ করি → ৩২ ÷ ২

→

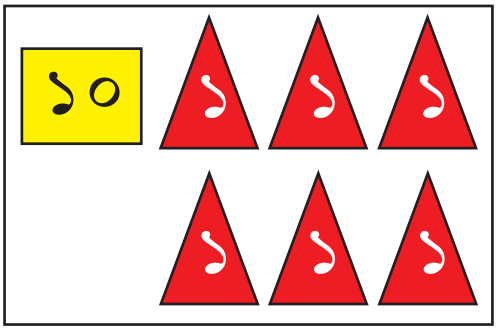

→ ১৬

ভাগফল → ☐

যাচাই করি,

☐ + ☐ = ☐

	দ	এ
২	৩	২
	- ☐	
	☐	
	- ☐	
	☐	

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

লঙ্কা গাছ লাগাই

আজ বাগানে লঙ্কা গাছ লাগানো হবে। ৩৬ টি চারাগাছ আনা হয়েছে। আমি, জেঠিমা ও মামাতো বোন ৩ টি সারিতে সমান সংখ্যক গাছ লাগাব।

আমরা প্রত্যেকে ☐ ÷ ☐

= ☐ টি গাছ লাগাব।

অন্যভাবে পাই,

১০ + ২ = ১২

	দ	এ
	৩	৬
৩	-৩	০
		৬
	-	৬
		০

যেহেতু, ৩ × ১০ = ৩০

৩ × ২ = ৬

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ এবং ভাগশেষ শূন্য।

হাতেকলমে

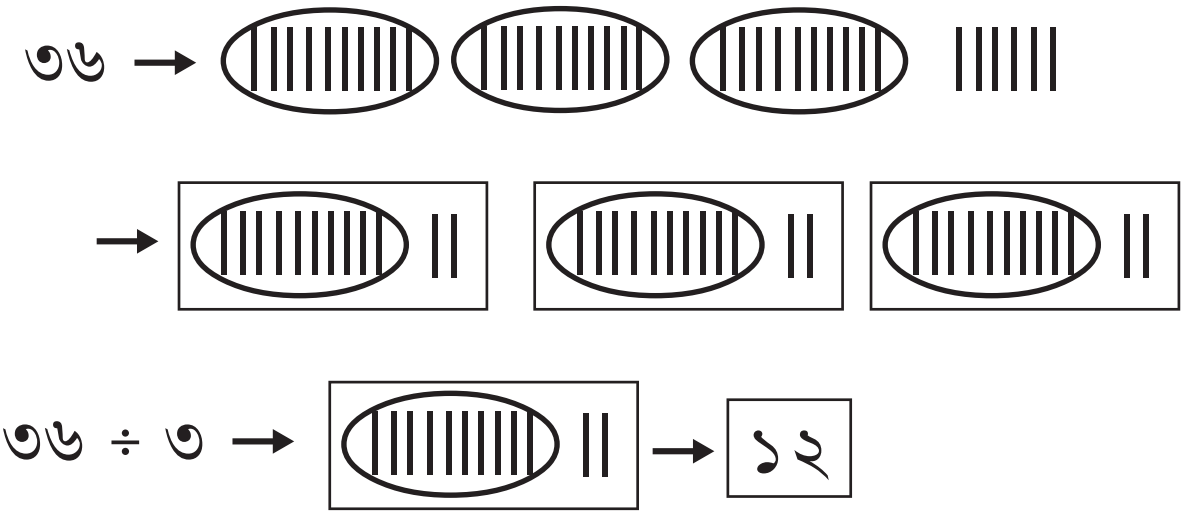

যদি ৩৯ টি চারা গাছ থাকত, তাহলে আমরা ৩ জনে সমান সংখ্যায় ভাগ করে গাছ লাগালে প্রত্যেকে কতগুলো চারাগাছ লাগাব হিসাব করি। (নিজে করি)

১। আমরা আজ ৫ টি সারিতে সমান সংখ্যায় ভাগ হয়ে খেতে বসব। আমরা মোট ৬৫ জন বন্ধু একসঙ্গে খেতে বসব।

একটা সারিতে বসব, ☐ ☐ ☐

= ☐ জন।

অন্যভাবে পাই,

১০ + ৩ = ১৩

```
    দ এ
৫ | ৬ ৫
  -☐
  ----
   ১ ৫
  -☐
  ----
     ০
```

৫ × ১০ = ☐

৫ × ৩ = ☐

২। রমেশ গাছ থেকে ২৮ টি ডাব পেরেছে। দুটো থলিতে সমান ভাগে ভাগ করে রাখবে। প্রতি থলিতে কতগুলো ডাব রাখবে হিসাব করে দেখি।

প্রতি থলিতে রাখবে, ☐ ☐ ☐

= ☐ টি ডাব।

অন্যভাবে ভাগ করি ও যাচাই করে দেখি।

৩। ৬৪ টি লজেন্স দুটি প্যাকেটে সমান ভাগে ভাগ করে রাখি। প্রতি প্যাকেটে কতগুলি লজেন্স রাখব হিসাব করি।

প্রতিটি প্যাকেটে রাখব, ☐ ☐ ☐

= ☐ টি লজেন্স।

(নিজে করি)

হাতির মা

লীলা মজুমদার

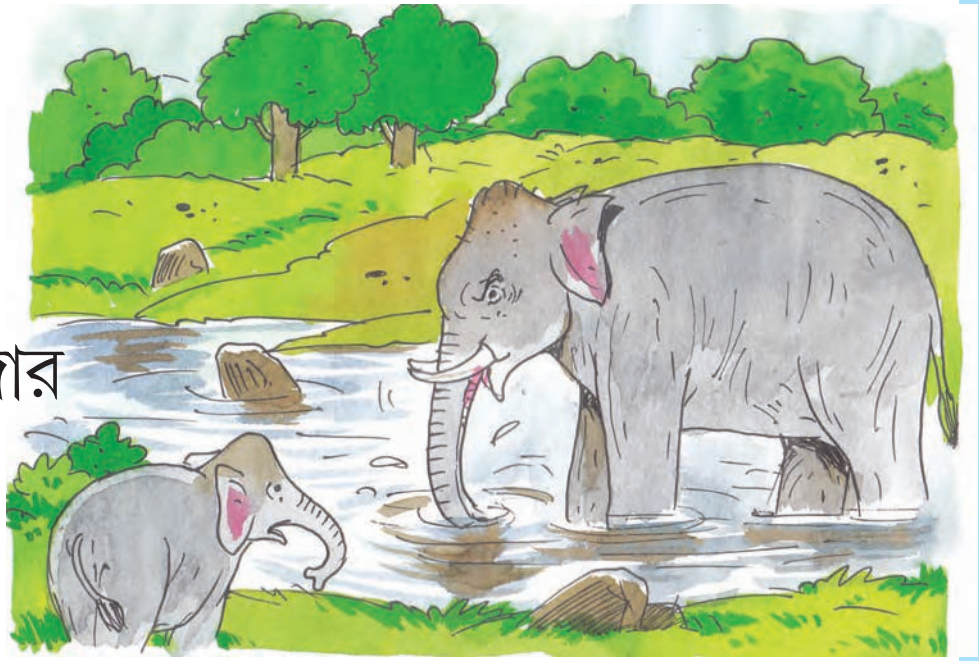

বেশিরভাগ বুনো জানোয়ার সারা রাত যেখানেই ঘুরে বেড়াক-না কেন, ভোর হবার কিছু আগে কোনো নদী বা পুকুরের ধারে এসে পেট ভরে জল খেয়ে নেয়। যাতে দিনের আলোয় আবার জল খেতে আসতে না হয়। কারণ দিনের আলোয় দেখা দেওয়া মানেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শত্রুর চোখে পড়া। তাই ভোর আর সন্ধ্যা হলো ওদের জল খাবার উপযুক্ত সময়।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে ও লেখাটির মূলভাব অনুধাবন করবে।

এই সময়গুলো কিন্তু ছবি তোলার পক্ষে খুব ভালো নয়।

সুখের বিষয় সব জানোয়ার সেই নোনাপাথরে দুই-এক চাটন দিয়ে যায়। তাদেরও শরীর রাখার জন্য নুনের দরকার হয়।

একবার আমাদের এক ক্যামেরাম্যান বন্ধু কারো কাছে একটা ছোটো জলাশয়ের কথা শুনেছিল, তার পাশে নোনাপাথরও ছিল। সেখানে দিনের বেলাতেও অনেক জানোয়ার জল খেতে আসত।

জলাশয়টা খুব ছোটো, তাকে একটা গভীর গর্তও বলা যায়। ইংরেজিতে একে বলে 'ওয়াটার হোল'। বন্ধুর ইচ্ছা কোন জানোয়ার কীভাবে জল খায়, তার ছবি

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়বে ও লেখাটির মূলভাব অনুধাবন করবে।

তোলে। তাই বিকেল থাকতেই সে গিয়ে একটা গাছে উঠে বসল। তখন জলাশয়ের ধারে কেউ ছিল না।

একটু পরেই প্রকাণ্ড একটা পুরুষ হাতি এসে জল খেতে লাগল। জল খাচ্ছে তো জলই খাচ্ছে। তার জল খাওয়ার বহর দেখে বন্ধু তো অবাক হয়ে গেল।

এদিকে বন থেকে একটা বাচ্চা হাতিও বেরিয়ে এসে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু জল অবধি এগুতে সাহস পেল না।

বুড়ো হাতিটা তাকে দেখেই চটে গেল। শুঁড় নেড়ে তেড়ে এল, সে বেচারা অমনি জঙ্গলের দিকে ভাগল।

বুড়ো আবার জল খেতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে বাচ্চা হাতিটা আবার এসে হাজির হলো। এবার তার সঙ্গে তার মাও এসেছিল। মা-হাতি গায়ে-পায়ে বুড়ো হাতির চাইতে একটুও ছোটো ছিল না। মা আর ছেলে চুপ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তারপর বাচ্চাটাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে, মা একা

এগিয়ে এসে শুঁড় তুলে বুড়োর পিছনে এমনি জোরে সপাৎ করে এক বাড়ি মারল যে বুড়ো আঁতকে উঠে এক মুহূর্তও দেরি না করে, ল্যাজ তুলে বনে দিকে দৌড় দিল।

তখন মা বাচ্চার দিকে তাকাতেই সে, এগিয়ে এসে পেট ভরে জল খেল।

তারপর মাও জল খেয়ে, বাচ্চা নিয়ে হেলে-দুলে বনে ফিরে গেল।

বন্ধুও গাছ থেকে নেমে এসে, আস্তানার দিকে চলল। তার মানে হলো মানুষে আর জানোয়ারে আসলে খুব বেশি তফাত নেই।

শব্দার্থ : জানোয়ার—পশু। নিতান্ত—খুব। অসহায়—নিরুপায়। আস্তানা—বাসস্থান/ডেরা।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ বুনো জানোয়াররা কোথা থেকে জল খায়?

১.২ কেন তারা ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় পেট ভরে জল খেয়ে নেয়?

১.৩ কোন সময় ছবি তোলার পক্ষে ভালো নয়?

১.৪ শরীরে নুনের চাহিদা জন্তুরা কীভাবে মেটায়?

১.৫ ক্যামেরাম্যানের শখটি কী?

১.৬ বাচ্চা হাতি তার মাকে নিয়ে এসেছিল কেন?

১.৭ হাতিদের কাণ্ডকারখানার সময় ক্যামেরাম্যান কোথায় ছিলেন?

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়ে '**হাতেকলমে**'র কাজগুলি করবে।

২. গল্পটি থেকে যুক্তব্যঞ্জন আছে এমন শব্দ খুঁজে বের করি। সেই যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করি।

৩. **'ঙগ' বসিয়ে লিখি :** জ ☐ ল, দ ☐ ল, অ ☐ ন, প্রা ☐ ণ।

৪. বিপরীত অর্থের শব্দ লিখি :

উপযুক্ত ☐, পিছনে ☐, বুড়ো ☐, তফাত ☐,

৫. **বাক্য রচনা করি :** হাতি, মা, প্রকাণ্ড, মুহূর্ত, গর্ত।

Make meaningful words :

+ tain = captain

+ day = _____

+ guin = _____

+ go = _____

_____ + = _____

Learning tips : Students will make meaningful words with the help of pictures.

নিজে করি

১) ৩৯ ÷ ৩ = ☐

☐ ☐ ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

	দ	এ
☐	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	০	

২) ২২ ÷ ২ = ☐

☐ ☐ ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

	দ	এ
☐	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	০	

 শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) দিয়ে ভাগ ও ভাগশেষ শূন্য থাকবে।

৩) ৩৬ ÷ ৩ = ☐

☐ ☐ ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

দ এ

☐

☐

☐

☐

০

৪) ক) ৩৬ ÷ ২ = ☐

খ) ৪৫ ÷ ৫ = ☐

গ) ৪৮ ÷ ৪ = ☐

ঘ) ৪২ ÷ ৩ = ☐

কটা জাম পড়ে আছে দেখি

দিদি আমাকে ৫ টি জাম দিল। আমি ও ভাই দুজন গোটা জাম সমান ভাগে ভাগ করে নেব। কে কতগুলো জাম নেব হিসাব করি।

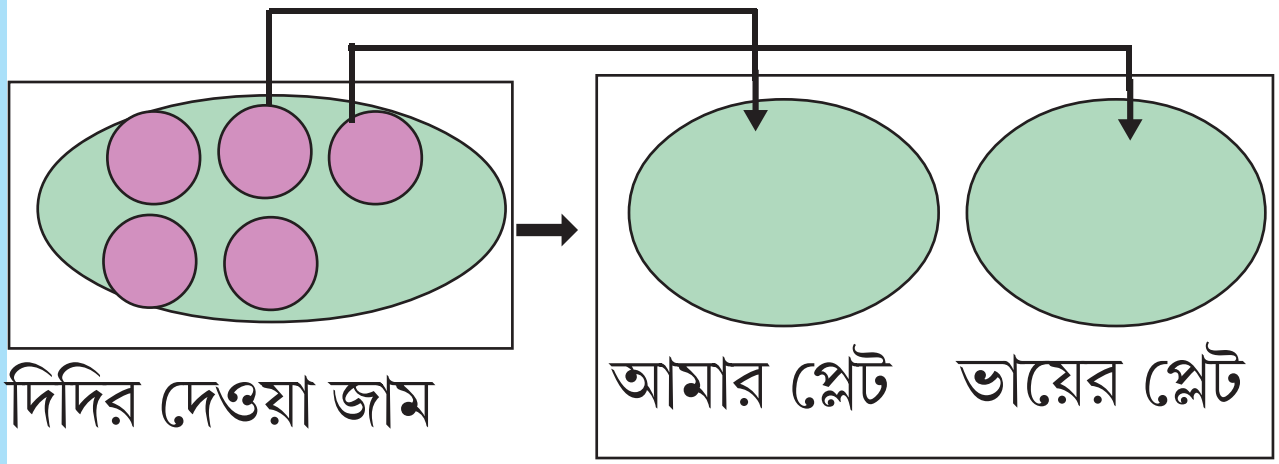

১ টি করে দুটি থালায় জাম রাখলাম।

বাকি রইল ৫ — ২ = ৩

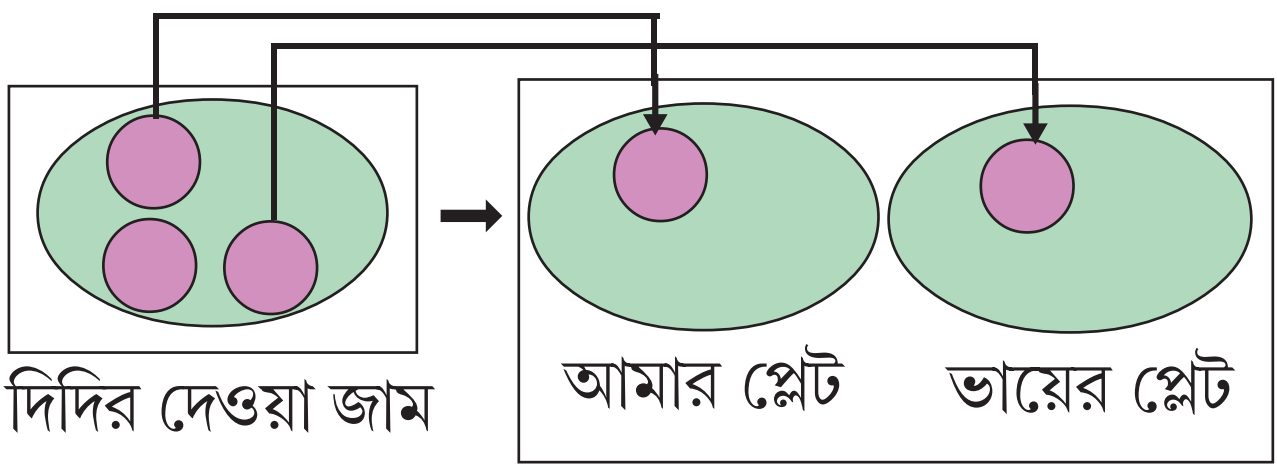

 শিখন পরামর্শ : ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ সম্বন্ধে ধারণা। ভাগশেষ, ভাজকের থেকে কম হবে তার ধারণা।

আরও ১ টি করে নিলাম, বাকি রইল [৩] – [ ] = [ ]

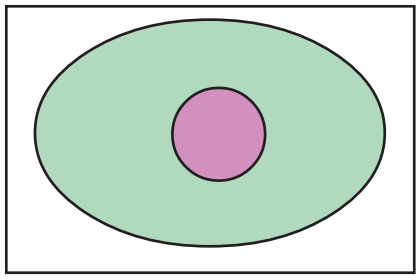

দিদির দেওয়া জাম

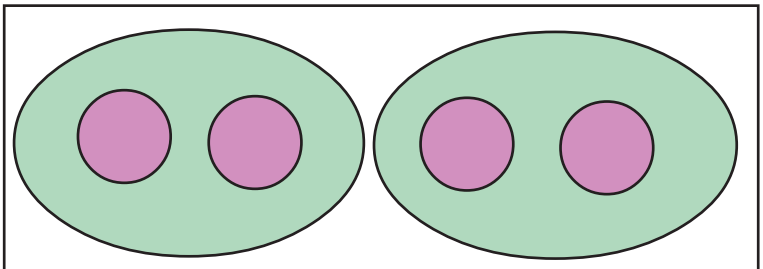

তাই দেখছি সবসময়ে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে না। সমানভাবে ভাগ করার পর যেটা পড়ে থাকল তাকে কী বলব?

শেষে যেটা পড়ে থাকছে আর ভাগ করা যাচ্ছে না তাকে [ভাগশেষ] বলব। যাকে ভাগ করছি, তাকে [ভাজ্য] বলব। যা দিয়ে ভাগ করছি তাকে বলব [ভাজক]। ভাগ করে যেটা পেলাম তাকে বলব [ভাগফল]।

২ → ভাগফল

এ

২ | ৫ → ভাজ্য

– ৪

ভাজক ↑ ১ → ভাগশেষ

দেখছি, ভাগশেষ ভাজকের থেকে কম।

শব্দকল্পদ্রুম

সুকুমার রায়

ঠাস ঠাস্ দ্রুম দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা, —
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপধাপ্—ওকি শুনি ভাইরে!

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করে ছন্দ বজায় রেখে পড়বে।

দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাক বাইরে।

চুপচুপ্ ঐ শোন্! ঝুপঝাপ্ ঝ—পাস্!

চাঁদ বুঝি ডুবে গেল? গব্ গব্ গ—বাস্!

ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ কত কাটে ঐ রে!

দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!

ঘর্ঘর ভ্নভন্ ঘোরে কত চিন্তা।

কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিনতা!

ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে !

ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!

হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার—

মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার।

Read the sentences :

Arka's favourite game is football. He plays the game with his friends everyday. His brother, Raju also plays the game with them. It keeps them fit.

Fill in the gaps with words from the passage:

1. Arka's favourite game is _____.
2. Arka plays the game with his _____.
3. Raju is Arka's _____.
4. The game keeps them _____.

Learning tips : Students will read the sentences and do the activities.Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

Listen and say :

I love little pussy,
Her coat is so warm,
And if I don't hurt her
She'll do me no harm.
So I'll not pull her tail,
Nor drive her away,
But pussy and I very
Gently will play.

নাটক দেখি

আজ আমাদের পাড়ায় নাটক হবে। আমরা ৩৬ জন নাটক দেখতে যাব। দুটো দিকে সমান ভাগে ভাগ হয়ে বসব। হিসাব করে দেখি একদিকে কতজন বসব।

১টা দিকে ☐ ☐ ☐ = ☐ জন বসব।

প্রথম পদ্ধতি,

১০ + ৮ = ১৮

```
   দ  এ
২ | ৩  ৬
  |-২  ০
  |------
  | ১  ৬
  |-১  ৬
  |------
       ০
```

অন্যভাবে,

```
        ১  ৮  → ভাগফল
      |------
      | দ  এ
  ২   | ৩  ৬  → ভাজ্য
  ↓   |-২  ↓  ← [২ × ১]
ভাজক  |------
      | ১  ৬
      |-১  ৬  ← [২ × ১]
      -------
           ০  → ভাগশেষ
```

 শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) সংখ্যা দিয়ে ভাগ।

যদি ৩৬ জন ৩ টি দলে সমান ভাগে ভাগ হয়ে বসতাম, হিসাব করে দেখি প্রতি দলে কতজন বসতাম।

প্রতিটি দলে বসতাম

☐ ☐ ☐ = ☐ জন

প্রথম পদ্ধতি,

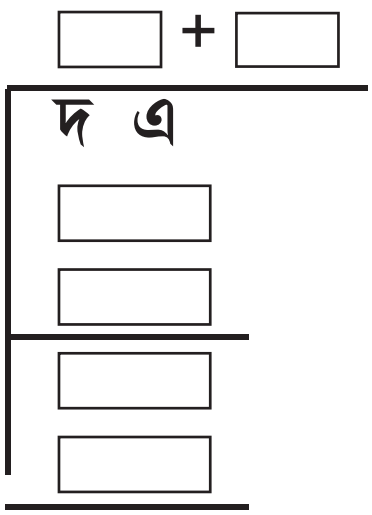

অন্যভাবে,

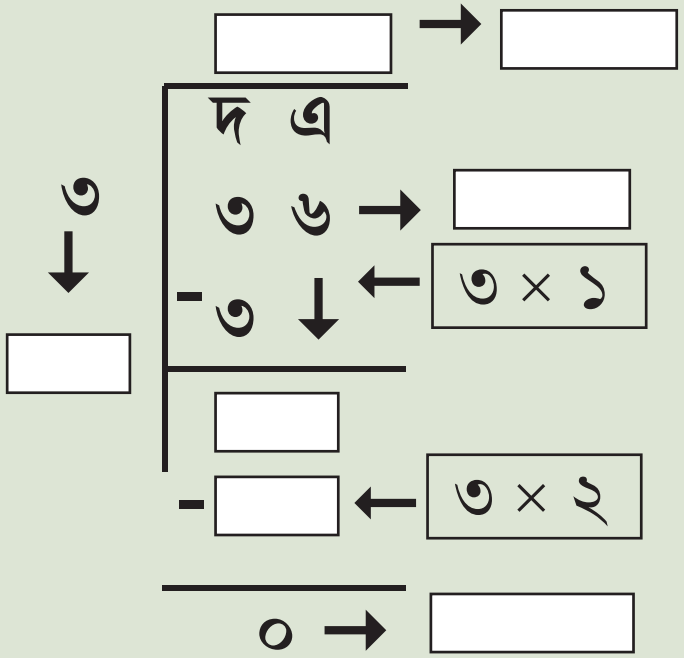

শিখন পরামর্শ : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের (১ থেকে ৫ পর্যন্ত) সংখ্যা দিয়ে ভাগ।

নীচের প্রতিটি ভাগ অঙ্কে ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ নির্ণয় করি:

	ভাজ্য	ভাজক	ভাগফল	ভাগশেষ
৪২ ÷ ৫	৪২	৫	৮	২
৩৩ ÷ ৩				
৪৭ ÷ ৩				
৫৫ ÷ ৪				
৬৪ ÷ ৫				
৮৭ ÷ ৪				
৩০ ÷ ২				
৭২ ÷ ৫				
☐ ÷ ২				
নিজে বসাই				

 শিখন পরামর্শ : গল্পের মাধ্যমে ভাগের ধারণা।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করে সমাধান করি :

১. ১৩ টা ফল ৫ টা পাখিকে খেতে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গোটা ফল পাবে। কটা ফল অবশিষ্ট থাকবে হিসাব করি।

২. ২৩ টি টুপি কয়েকজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। প্রত্যেকে ২ টি করে টুপি পেল। কটা টুপি পড়ে থাকল ও কজন টুপি পেল হিসাব করি।

৩. ৩৭ টি নারকেল আছে। ৩ জনের মধ্যে সমান সংখ্যায় ভাগ করে দিই। প্রত্যেকে কতগুলো গোটা নারকেল পাবে এবং কতগুলো নারকেল অবশিষ্ট থাকবে হিসাব করি।

See and say :

There is a car on the road.

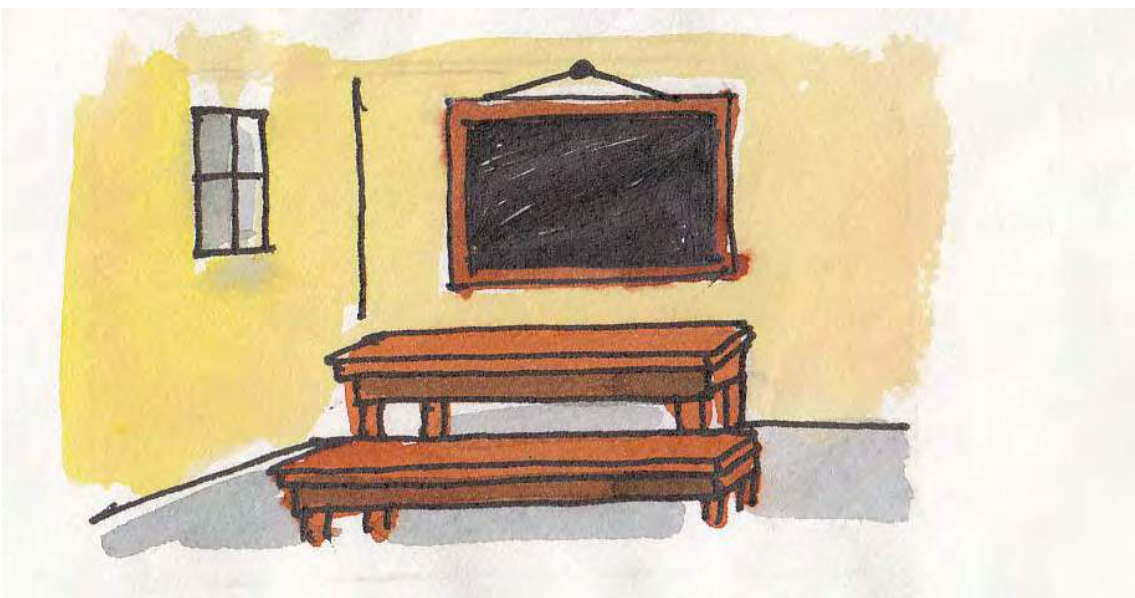

There is a black board in the classroom.

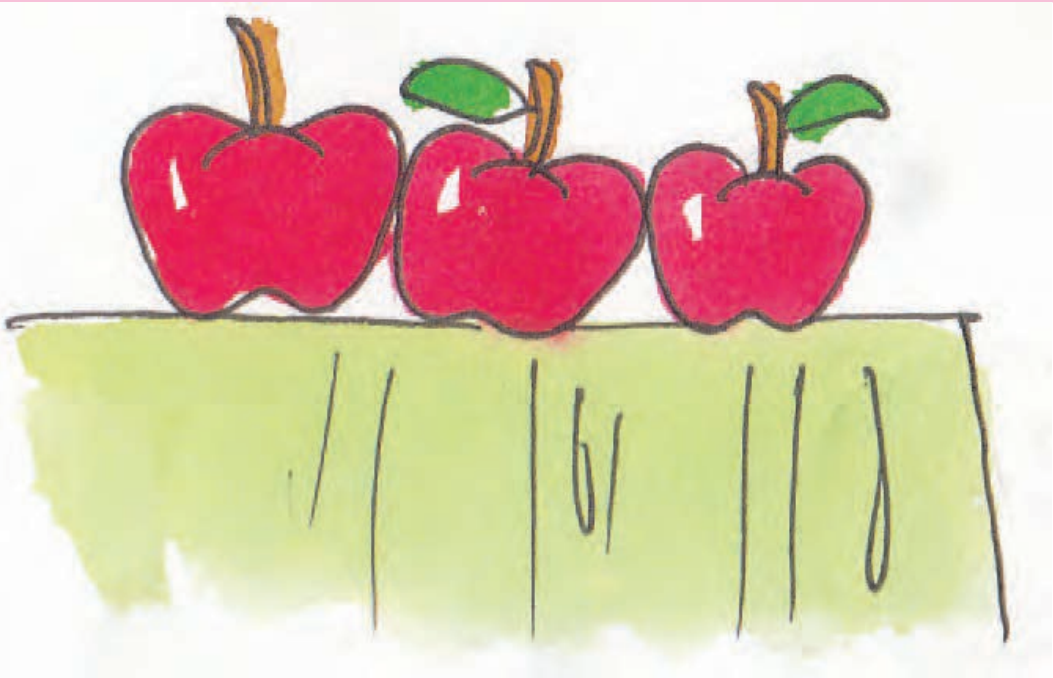

There are apples on the table.

There is a hut beside the river.

Use of introductory there : There is used in the beginning of a sentence to show the place / location of persons, animals and things.

See and write:

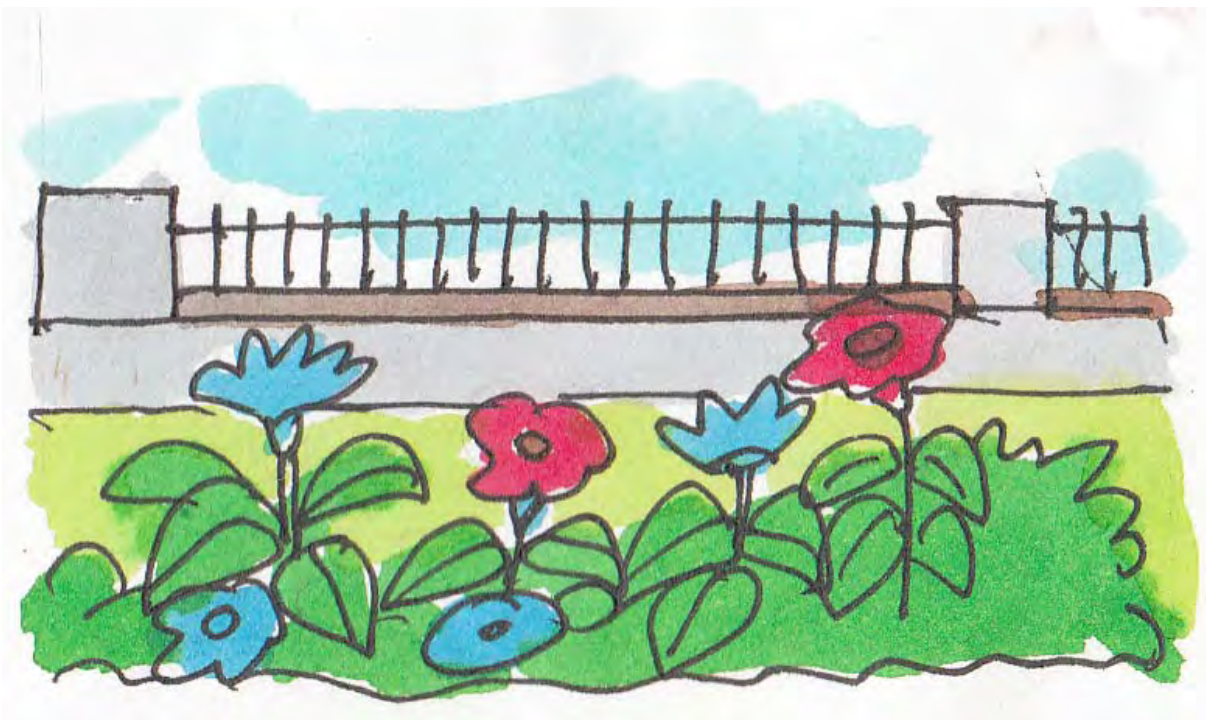

There are flowers in the garden

Learning tips : Students will read the sentences. They will learn the use of introductory there and do the activities.

Colour the pictures :

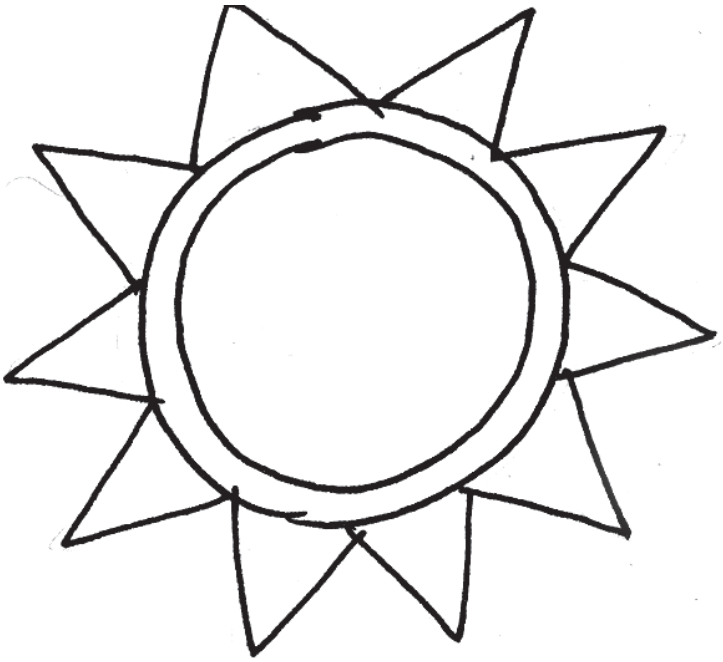

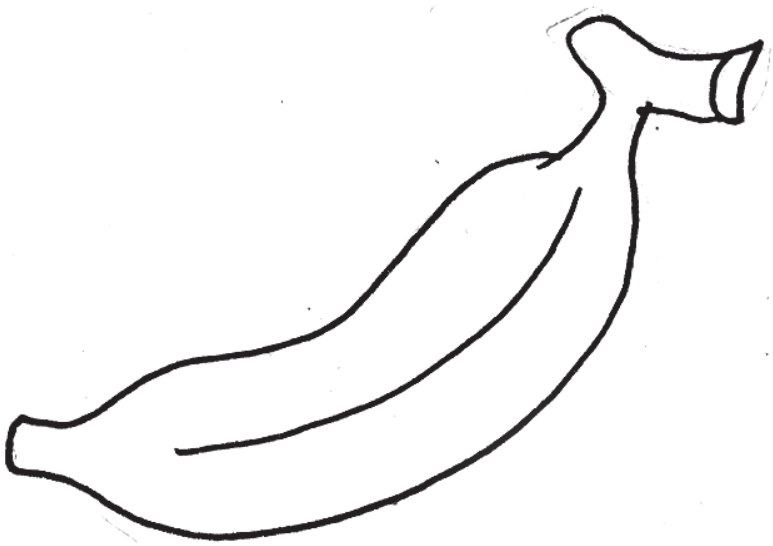

Colour the pictures :

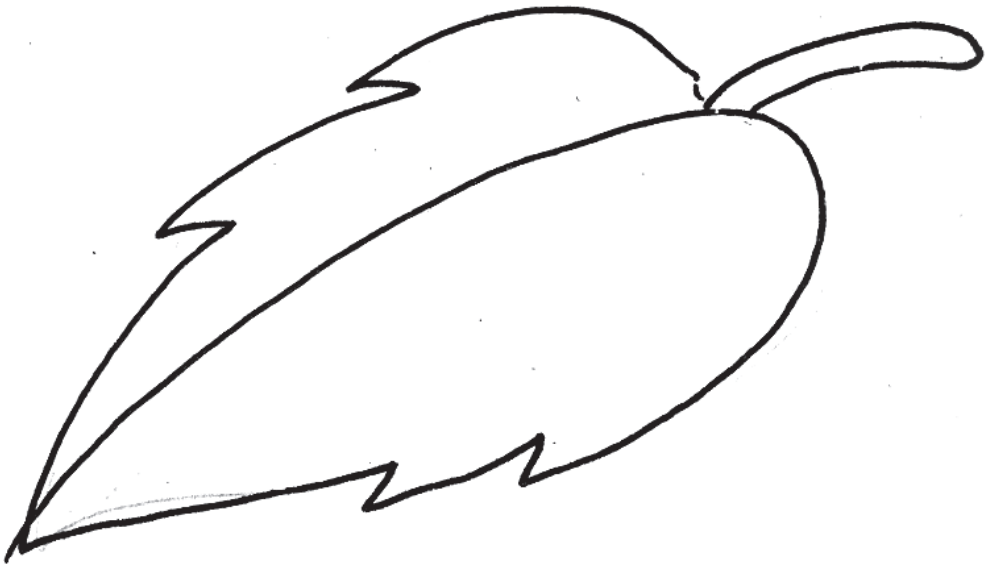

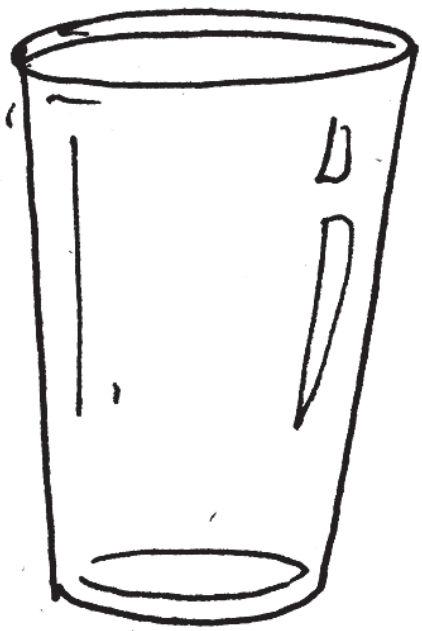

Colour the pictures :

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

ভূগোলের ক্লাস। শিক্ষকমশাই একটি প্রশ্ন করেছেন নরেনকে। উত্তর শুনে বললেন, 'ভুল হয়েছে।' তখনকার স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে চল ছিল ছাত্রদের শাস্তি দিতে গায়ে হাত তোলার। ছাত্র নরেনকে ভুল উত্তর দেবার জন্য মারলেন তিনি। মার খেয়েও নরেন বারবার বলতে লাগল,—'আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি।' এতে মাস্টারমশাই আরও চটে গিয়ে তাকে হাত পাততে বললেন। নরেন জলভরা চোখে হাত বাড়িয়ে দিল। বারবার বলতে লাগল, 'আমার

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

ভুল হয়নি।' মাস্টারমশাই সপাসপ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন নরেনের হাতে। নরেন বেত খেয়ে চুপটি করে বেঞ্চে বসে রইল।

বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে নরেন তার মাকে সব কথা জানাল। মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, যদি তোর ভুল না থাকে তবে কিছুতেই কিছু আসে যায় না। ফল যাই হোক না কেন—সব সময়ে যা সত্য বলে মনে করবি তা করে যাবি। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ফল সহ্য করতে হবে— তবু সত্যকে কখনো ছাড়িস না।'

মজার কথা হলো, পরদিন মাস্টারমশাই ভূগোলের বই খুলে দেখেন তাঁরই ভুল হয়েছিল। তিনি নরেনকে ডেকে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর থেকে কোনোদিন তিনি নরেনকে অবজ্ঞা করেননি।

এই নরেন কে? পোশাকি নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সারা বিশ্ব তাঁকে চেনে স্বামীজি হিসেবে। স্বামী বিবেকানন্দ।

সত্য থেকে কোনোদিন তিনি ভ্রষ্ট হননি। সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন মানবমুক্তি আর সেবাব্রতের পথ। স্বদেশকে তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতেন।

শব্দার্থ :

সান্ত্বনা--- আশা দিয়ে শান্ত করা। অবজ্ঞা--- অবহেলা। বিশ্ব— পৃথিবী। ভ্রষ্ট— পতিত, বিচ্ছিন্ন। সেবাব্রত— জনগণের মঙ্গলসাধনা। স্বদেশ— নিজের দেশ।

হাতেকলমে

১.নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ ইস্কুলে কীসের ক্লাস চলছিল?

১.২ নরেনের উত্তর শুনে শিক্ষকমশাই কী বললেন?

১.৩ নরেনকে শাস্তি পেতে হলো কেন?

১.৪ নরেনের মা নরেনকে কী বললেন?

১.৫ শেষে মাস্টারমশাই দুঃখ প্রকাশ করলেন কেন?

১.৬ ছোটোবেলার নরেন বড়ো হয়ে কী নামে পরিচিত হলেন?

২. ঘটনাগুলি সাজিয়ে লিখি :

২.১ ইস্কুলে চলছিল ভূগোলের ক্লাস।

২.২ উত্তর শুনে বললেন, 'ভুল হয়েছে'।

২.৩ মাস্টারমশাই সপাসপ কয়েক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন নরেনের হাতে।

২.৪ শিক্ষকমশাই একটি প্রশ্ন করেছেন নরেনকে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

২.৫ মাস্টারমশাই ভূগোলের বই খুলে দেখেন তাঁরই ভুল হয়েছিল।

২.৬ নরেন বারবার বলতে লাগল, — 'আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি'।

২.৭ মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বাছা, যদি তোর ভুল না থাকে তবে কিছুতেই কিছু আসে যায় না।'

৩. বাক্যরচনা করি :

প্রশ্ন, সত্য, মজা, বই, পৃথিবী।

Fill in the gaps with it / there :

_____ is Sunday afternoon. _____ are children in the park._____is a garden in the middle of the park._____ are many flowers in the garden. _____ is a beautiful scene.

Make meaningful words:

fly = butter

 Learning tips : Students will do the activities.

\- rot = _____

\- ato = _____

\- pine = _____

_____ \- = _____

Look at the pictures. Fill in the gaps with names of colours :

There are many flowers in the garden.

The _____ rose and the _____ sunflower are friends.

“ The _____ sky looks so beautiful,” says the Rose.

 Learning tips : Students will do the activity.

“ Yes it is. I like the ———— grass,” says the sunflower.

They see the ———— lily. The lily plays with the ———— lotus.

মনে করো, তুমি একটি ফুলের বাগানে গেছ। বাগানে গোলাপ সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা আর জবা ফুল ফুটে রয়েছে। তুমি কোন ফুলটির সঙ্গে কথা বলতে আর কী কথা বলতে চাইবে তা কয়েকটি বাক্যে লেখো।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটির মাধ্যমে তাদের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাবে। শিক্ষার্থীরা **rhyme**-এ অংশগ্রহণ করবে।

Listen and say :

If you ever watched a butterfly,
You would think the same,
To call him rather “flutterby”.
Is more a fitting name,

For what he has to do with butter
I cannot understand,
But he can surely flutter better
Than any insect can!

মেঘের মুলুক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছিলাম মাঠে, এসেছি মেঘের মুলুক দার্জিলিঙে। কলকাতার চেয়ে সাড়ে সাতহাজার ফুট উঁচুতে। সেটা যে ঠিক কতখানি উঁচু, মনের ভিতরে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

দার্জিলিঙের পথে বনের শোভা বড়ো চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে কোনো ভয় নেই। একবার কিন্তু ট্রেনের সামনে একটা মস্ত বুনো হাতি পড়েছিল। সে হয়তো ট্রেনটাকে নতুনরকমের কোনো জানোয়ার মনে করে থাকবে, তাই বোধ হয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে সেটার সঙ্গে লড়বে কি ভাগবে। এমন সময় ড্রাইভার পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনখানাকে খুব জোরে চালিয়ে দিল আর হাতিও তা দেখে মাগো ! বলে লেজ গুটিয়ে দে প্রাণপণে ছুট !

ট্রেনখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতো একেবেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট পথ এগুলে তার এক ফুট উঁচুতে ওঠা হয়।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের লেখাটি পড়বে ও মূলভাবটি অনুধাবন করবে।

দেড়হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। দেশে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আমরা যে-সব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এইরকম উঁচুতেই থাকে। ক্রমে হয়তো ট্রেন তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

প্রায় সাড়ে চার-হাজার ফুট অবধি ট্রেনখানা বড়ো-বড়ো পাহাড়ের দক্ষিণদিক বেয়ে চলতে থাকে; সে-সব পাহাড়ের উত্তরে যে কী আছে তা দেখা যায় না। তারপর যেই হঠাৎ একবার মোড় ফিরে, সেই পাহাড়গুলোকে ডান হাতে ফেলে সে উত্তরমুখো হয়,

অমনি দেখা যায়, হিমালয়ের সাদা সাদা বরফে-ঢাকা চুড়োগুলো রোদে ঝিকমিক করছে।

তার পরে শীতটিও ক্রমে জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এবারে এক নতুন রাজ্যে আসা গেছে; তার নতুনরকমের হাওয়া, নতুনরকমের শোভা; সেখানে নতুন ধরনের মানুষ, নতুনতর মেঘের খেলা।

দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশন হচ্ছে ঘুম। দার্জিলিং তারই এক স্টেশন পরে, আর খানিকটা নীচে। ঘুম থেকে দার্জিলিং মোটে পাঁচমাইল, এইটুকু যেতে আর বেশি সময় লাগে না। চলতে চলতে হঠাৎ একবার মোড় ফিরেই দার্জিলিং শহরটি দেখতে পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে যেমন করে মিঠাইয়ের

থালাগুলি সাজিয়ে রাখে, পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি অনেকটা সেইভাবে সাজানো। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কিন্তু দার্জিলিঙের আসল শোভা ঘর-বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।

অনেকদিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি; পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে- রঙের চূড়াগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠেনি, পুবের আকাশে লাজুক হাসির মতো একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রং ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হলো কতই কিছু আঁকব।

দুষ্ট মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দু পা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা হলো। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল। তখন আর আশপাশের বাড়ি ঘর গাছপালা কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে মজবুত পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, পুষ্পক রথের মতো শূন্যে উড়ে পরির মুলুকের পানে ছুটে চলছে না, এ কথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠল। আবার তার দশমিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ সব উড়ে গিয়ে চারিদিক রোদ ঝকমক করছে।

ভোরে আর সন্ধ্যায় যখন ঘন ঘন রোদের রং বদলাতে থাকে, তখন হিমালয়ের চেহারাও পলে পলে নূতন হতে থাকে। এই মিছরির কুঁদের মতো, এই আগুনের মতো, এই সোনার মতো, এই মুক্তোর মতো, এই গরদের উপর চাঁদির কাজের মতো, এই খড়ির মতো যেন জাদুকরের ভেল্কি। এমনি করে দিনটি কেটে গিয়ে বিকালে আবার সোনার মতো, আগুনের মতো, মানিকের মতো হয়ে পালা শেষ করে। বেগুনি রঙের পাহাড়ের মাথায় সেই মানিকের মতো বরফ, সে যে কী সুন্দর, তার তুলনা কোথাও নাই। রাজরানির বহুমূল্য পোশাক আর মুকুট তার কাছে লাজে মাথা হেঁট করে।

এমনি করে রাত্রি এসে উপস্থিত হয়। তখন যদি

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ থাকে, তবে তার শোভা হয় যেন আরো চমৎকার। অবশ্য তাতে তেমন তাক লাগিয়ে দেয় না, কাজেই সকলের কাছে তার তেমন আদর নাও হতে পারে। কিন্তু যে বোঝে, সে দেখেই বলে, 'আহা!'

(অংশ)

শব্দার্থ : আন্দাজ—অনুমান। ড্রাইভার—চালক। দার্জিলিং---পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা। হিমালয়—ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতমালা। মিঠাই—মিষ্টি। দুষ্ট—খারাপ। গ্রাস—গিলে ফেলা। মজবুত—শক্তপোক্ত। চাঁদি—রুপো।

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি :

১.১ মেঘের মুলুক বলতে লেখক কোন জায়গার কথা বলেছেন?

১.২ দার্জিলিঙের পথে ট্রেন কীভাবে চলে?

১.৩ দার্জিলিঙের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশনটির নাম কী?

১.৪ পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলি কেমনভাবে সাজানো?

১.৫ দার্জিলিঙে কোন পাহাড় দেখা যায়?

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'মেঘের মুলুক' লেখাটি পড়ে '**হাতেকলমে**'র কাজগুলি করবে।

১.৬ দার্জিলিঙে ভোরের আকাশটি দেখতে কেমন লাগে?

১.৭ সে দেখেই বলে, 'আহা!'—কে বলে?

২.নীচের শব্দগুলি থেকে যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে নিয়ে লিখি :

দার্জিলিং — ☐, পরিষ্কার — ☐,
আন্দাজ — ☐, শক্ত — ☐, ট্রেন — ☐,
মূল্য — ☐।

৩.গল্প থেকে যুক্তব্যঞ্জনের শব্দগুলি লিখি।

যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে বার করি :

☐—☐, ☐—☐, ☐—☐,
☐—☐, ☐—☐, ☐—☐।

৪. একই অর্থবিশিষ্ট অন্য শব্দ লিখি যাতে যুক্তব্যঞ্জন আছে :

সাঁঝ — ☐☐ পাহাড় — ☐☐☐

আঁকা — ☐☐☐ মাঠ — ☐☐☐

Make sentences from the tables :

He	am	a boy
She	is	a girl
I	are	a student
you		

He is a boy.

This		a star
That	is	apples
These	are	kites
Those		a rainbow

Learning tips : Students will make sentences from the table.

Tick (√) the correct alternative :

1. That (is/are) a bird.
2. They (are/am) players.
3. Trees (are/is) our friends.
4. I (is/am) in class two.
5. You (is/are) a brave girl.

Make sentences from the table :

He		a box
You	am	girls
I		students
We	is	boy
They		a tree
These	are	books
That		a kite

Learning tips : Students will do the activities.

সহজ পাঠে ঋতু বিষয়ে নানান বাক্য পড়ি

১) বাদল করেছে।

২) সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
শীতের র‍্যাপার নকশাকাটা।

৩) অক্ষয়বাবুর বাগানের কপির
পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ করে দিয়েছে।

৪) বর্ষা নেমেছে, গর্মি আর নেই।

৫) কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন।

৬) গর্ত সবে ভরে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হলো।

৭) উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত।

৮) থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলেছে।

৯) বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজপাঠের বাক্যগুলি পড়বে।

১০) ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনো খুব ঠান্ডা। কিছু আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

১। 'সহজ পাঠ', দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঋতু বিষয়ে আরো বাক্য লিখি :

.....

.....

.....

২। আগের বাক্যগুলো থেকে কোন্ কোন্ ঋতু খুঁজে পাই খাতায় লিখি। কোন্ কোন্ মাস নিয়ে ঐ সব ঋতু তা লিখি। আমার প্রিয় ঋতুর নাম লিখি। ছবি আঁকি।

৩। নীচের যুক্তবর্ণগুলি ভেঙে লিখি ও শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করি।

গ্রীষ্ম		বিদ্যুৎ	
বৃষ্টি		ফাল্গুন	
বর্ষাতি		বসন্ত	

৪। ছবি দেখে বাক্য সম্পূর্ণ করি :

৪.১ ——————রং ঘন নীল।

৪.২ বংশু ——————— মাথায় কোথায় যাবে ?

৪.৩ কর্তাবাবু _____পরে চলেছেন।

৪.৪ গর্ত সব ভরে গিয়ে ——————বাসা হলো।

৪.৫ শীতের _____ নকশা কাটা।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাক্যগুলি পড়ে উপরের কাজগুলি করবে।

৫। নীচের শব্দগুলিকে বাক্যের প্রথমে, মাঝে ও শেষে ব্যবহার করি :

(১) নীল

ক) নীল জামা পড়ে খেলতে যাব।

খ) আকাশের রং ঘন নীল

গ) আমি নীল রং ভালোবাসি।

(২) জল:

ক) ———— খ) ————

গ) ————

(৩) বর্ষা:

ক) ———— খ) ————

গ) ————

(৪) ছাতা:

ক) ———— খ) ————

গ) ————

গান: হৃদয় আমার নাচেরে .....

.....

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাক্যগুলি পড়ে উপরের কাজগুলি করবে।

Colour and write :

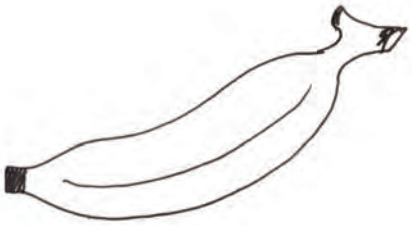

Do you like bananas?

Yes, I like bananas. / No, I do not like bananas.

Do you like apples?

Do you like orange?

Tell the class :

Which fruit do you like the most ?
Which colours do you find in that fruit?

Learning tips : Students will do the activities.Teacher will encourage the students to participate in the **'Tell the class'** actvity.

‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগে ‘ফুল নিয়ে’ নানান বাক্য পড়ি :

১. তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো।

২. তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে।

৩. বিন্দুকে বলে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই।

৪. হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
ঝুম্‌কো ফুলের লতা।।

১। উপরের বাক্যগুলি কোন কোন পাঠে আছে তা খুঁজে নিয়ে লিখি।

.....

.....

.....

.....

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

২। আমি যদি ফুলদানিতে ফুল রাখতে চাই, তাতে রাখব ..... ফুল।

৩। আমার প্রিয় ফুল নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি। তাতে লিখব :

(ফুলের নাম, রং, কোন ঋতুর ফুল, গন্ধ আছে কিনা)

চন্দ্র সূর্য প কন্দ চূড়া, মুখী
মল্লিকা
রজনী কৃষ্ণ আ গন্ধা দ্ম

৪। ফুলদানিতে দেখোতো ফুল আছে কিনা। না থাকলে দেখোতো ফুলের নাম তৈরি করতে পারো কিনা।

_____ _____ _____

_____ _____ _____

৫। এসো মেলাই কোন ফুলের কী রং :

ফুলের নাম	রং
জবা	নীল
গোলাপ	গোলাপী
অপরাজিতা	সাদা
জুঁই	হলুদ
গাঁদা	লাল

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৬। প্রিয় দুটি ফুলের ছবি আঁকি ও রং করি ।

কাশফুল গাঁদাফুল জিনিয়া জুঁই
কদমফুল বেলফুল
শিউলিফুল
পলাশফুল শাপলাফুল

৭। উপরের তালিকা থেকে কোন ফুলটি কোন ঋতুতে পাওয়া তা নীচে লিখি, আমার চেনা ফুলের নামও যোগ করি :

গ্রীষ্ম	বর্ষাকাল	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত	সব ঋতুতে

৮। অন্যভাবে বলি

ফুল কে বলি পু ষ্প _____ ।
গাছকে বলি বৃ _____ ।
পাতাকে বলি প _____ ।
গাছের অনেক শাখা-প্র _____ আছে।

৯। পদ্ম ফুল জলে ফোটে। বছরের সবসময় হয় না। তুমি যখনতখন পেতে চাইলে কী করবে? এসো কাগজ কেটে পদ্মফুল বানাই ও ঘর সাজাই।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

Look at the letter clusters :

Make names of flowers, fruits, animals and birds.

Names of flowers	rose,
Names of fruits	
Names of animals	
Names of birds	

Learning tips : Students will do the activities.

Count , add and write:

.... + ...
(number of flowers) (number of fruits)

....

= total number

.... + ...
(number of animals) (number of birds)

....

= total number

ঘড়ি দেখি

আগামীকাল আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব। ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠতে হবে। ঘুম থেকে উঠে ঘড়িতে দেখছি —

ছোটো কাঁটা ৬-এর ঘরে।

বড়ো কাঁটা ☐-এর ঘরে।

এখন কটা বাজে?

এখন সকাল ৬টা বাজে।

শিখন পরামর্শ : ঘড়ি দেখতে পারার ধারণা।

ঘড়িতে ছোটো কাঁটা ঘণ্টা এবং বড়ো কাঁটা মিনিট নির্দেশ করে।

নীচের ছবি দেখি ও ফাঁকা ঘরে লিখি।

১ টা

যখন দুটো কাঁটাই ১২-এর ঘরে থাকে তখন সময় ☐ টা।
(নিজে লিখি)

সময় দেখানোর জন্য ঘড়ির ওপর কাঁটা আঁকি।

৪ টে

৬ টা

৮ টা

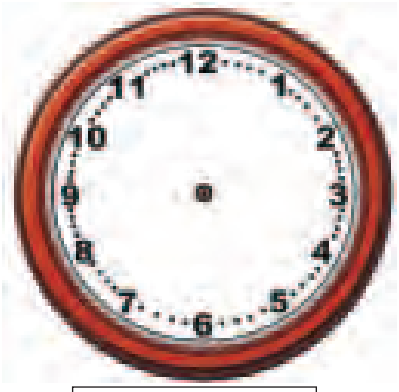

১১ টা

২ টো

‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগে ‘পাখি’ নিয়ে নানান বাক্য/পঙ্‌ক্তি পড়ি :

১. ফল্‌সা বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ ঘনিয়ে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।

২. শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি।

৩. রোদ্‌দুর যেই আসে পড়ে
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।

৪. তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৫. যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙমা আর ব্যাঙমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে।।

১। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে পাখির কথা রয়েছে এমন আরো বাক্য/পঙ্‌ক্তি খুঁজে নিয়ে লিখি:

.....

.....

.....

.....

এসো পাখি নিয়ে শব্দ জানি

ডানা	নীড়	কাকলি	কূজন
কিচিরমিচির	কাক	পায়রা	দাঁড়কাক
পারাবত	ফাঁদ	কপোত	হুতোমপ্যাঁচা
বাবুই	মৌটুসি	চন্দনা	বকবকম
চন্দনা	পাপিয়া	কোকিল	শকুন
নীলকণ্ঠ	শঙ্খচিল	সারস	টুনটুনি
কাঠঠোকরা	রাজহাঁস	বনমোরগ	পক্ষ্ম

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

২। পাখি আর পাখির ডাক মেলাই

পাখির নাম	পাখির ডাক
ময়ূরের ডাক	কুহু
পায়রার ডাক	কেকা
কোকিলের ডাক	বকবকম

৩। এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখি :

৩.১ দেখতে বাসা বাবুইপাখির সুন্দর।

_____

৩.২ মোরগ ভোর তারস্বরে হলে ডাকে।

_____

৩.৩ সবুজ টিয়া বনে শ্যামল ওড়ে ।

_____

৩.৪ ঘুলঘুলিতে চড়ুই-এর অট্টালিকার বাসা।

_____

৩.৫ শালিখ রান্নাঘরের ঝগড়া তিনটি করে চালে।

_____

৩.৬ মেলেছে বক ডানা শুভ্র।

_____

৪। কোন পাখির গায়ের রং কেমন তা লিখি :

৪.১ হাঁস _____

৪.২ মাছরাঙা _____

৪.৩ কোকিল _____

৪.৪ চড়ুই _____

৪.৫ টিয়া _____

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

৫। স্তম্ভ মেলাই

‘ক’	‘খ’
কাক	মাথায় লাল ঝুঁটি
মোরগ	কাকের বাসায় ডিম পাড়ে
মাছরাঙা	শান্তির দূত
বাবুই	ছোঁ মেরে মাছ মুখে উড়ে যায়
কোকিল	নোংরা পরিষ্কার করে
পায়রা	দরজি পাখি

৬। শব্দ/ শব্দাংশ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করি

রাজ .....। টুন .....।

মাছ .....। কাঠ .....।

.....প্যাঁচা। শঙ্খ .....।

নীল .....। মৌ .....।

কাকা .....। কিচির .....।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

৭। উপরের ছবি দেখে পাখিগুলির নাম লিখি।

প্রতিটি পাখিকে নিয়ে দুটি করে বাক্য লিখি :

৮। নীচের তালিকাটি পূরণ করি

মানুষের ডাক নকল করতে পারে এমন পাখি_____

গান গায় এমন পাখি _____

কর্কশ ভাবে ডাকে এমন পাখি _____

নিশাচর পাখি _____

আকারে বড়ো পাখি _____

আকারে খুব ছোটো পাখি _____

৯। আমার প্রিয় দুটি পাখির ছবি আঁকি ও রং করি।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাখি বিষয়ক কাজগুলি করবে।

Fill in the table :

About me	What I do	I am
Float in the sky. Take many shapes.	Bring rain.	
Have wings. Look like a bird.	Quickly travel long distances. Take people and goods with me.	
Ball of fire. Shine in the sky.	Give light and heat.	

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের সারণীগুলি পূরণ করবে। শিক্ষার্থীদের মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটবে।

অভিজ্ঞতা থেকে আকাশ সম্বন্ধীয় নীচের সারণিটি পূর্ণ করি।

আকাশ	দেখতে কেমন লাগে ?	আর কী কী দেখি
ভোরবেলায়		
বৃষ্টির আগে		
বৃষ্টির পরে		
রাত্রিবেলায়		

‘সহজ পাঠ’ দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রাণী নিয়ে নানান বাক্য পড়ি :

১. বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি।

২. বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে—

৩. বাজারে একটা আস্ত কাৎলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন।

৪. আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।

৫. কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

৬. উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে—হুক্কাহুয়া।

১। উপরের বাক্যগুলি ‘সহজ পাঠে’র কোন কোন পাঠে রয়েছে, তা লিখি :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

২। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে প্রাণীর কথা রয়েছে, এমন আরো বাক্য /পঙ্‌ক্তি খুঁজে লিখি :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

এসো প্রাণী সংক্রান্ত নানা শব্দ জানি

জন্তু	জান্তব	চতুষ্পদ	পশুরাজ	পশুশালা
অশ্ব	গজদন্ত	ব্যাঘ্র	করী	টাট্টু
মাহুত	গজেন্দ্র	মেষ	সর্প	খোলস
মৃগ	হ্রেষা	খেচর	শঙ্খ	হস্তিনী
জলহস্তী	কচ্ছপ	মৎস্য	ষণ্ড	

৩। নীচের শব্দগুলিতে যুক্তব্যঞ্জন খুঁজে দেখি আর তা ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করি

চতুষ্পদ =	ষ্প	গোষ্পদ	গজেন্দ্র =		
শ্বাপদ =			অশ্ব =		
জান্তব =			ষণ্ড =		
ব্যাঘ্র =			দুম্বা =		
টাট্টু =			কৃষ্ণসার =		

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।

৪। বাম দিকের সাথে ডান দিক মেলাই

বামদিক	ডানদিক
মৃগ	শুঁড়
হস্তী	খোলস
সর্প	কেশর
অশ্ব	কস্তুরী

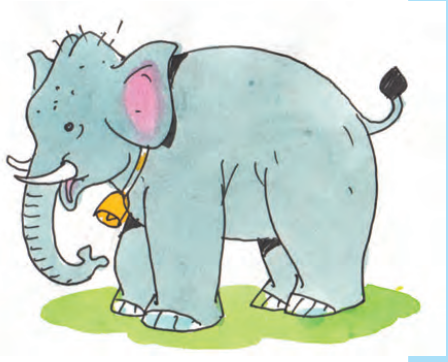

৫। শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি :

৫.১ একটি চতুস্পদ প্রাণী হলো .....।

৫.২ 'করী'কে বলি ..... , আর ঘোড়াকে বলি .....।

৫.৩ 'বৃংহণ' হলো হাতির ডাক, ঘোড়ার ডাক হলো .....।

৫.৪ খোল থাকে .....-এর।

৫.৫ সিংহ থাকে ..... -এ।

৫.৬ টাট্টু হলো .....।

৫.৭ জলেও থাকে ও ডাঙাতেও থাকে ....।

৫.৮ জলে থাকে ....।

৫.৯ খেচর বলতে বুঝি ....কে।

জেব্রা, হস্তী, হ্রেষা, কচ্ছপ, সমুদ্র, বাচ্চাঘোড়া, ব্যাং, মৎস্য, পক্ষী, জঙগল, অশ্ব

৬। প্রাণী সংক্রান্ত পাঁচটি শব্দ লিখি। প্রতিটি শব্দে যেন যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার থাকে।

..............., ..., ..., ..., ...

৭। বাক্য রচনা করি :

জলহস্তী

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।

জেব্রা

গন্ডার

ব্যাং

৮। আমি কে হতে পারি? বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে লিখি:

আমি কে?

.....

৯। আমার প্রিয় পশুর সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখি। তাতে লিখি — কোন পশু, কোথায় দেখা যায়, কীভাবে ডাকে, কী খায়, কেন আমার প্রিয়।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে (বিষয় : প্রাণী)।

১০। আমার প্রিয় পশুর ছবি আঁকি :

মিলি

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের এক বেড়াল আছে
মিলি
তার আবার তিনটে ছেলে
পিলি।
টুটুল বাবুর পড়ার টেবিল
তারই,
নীচে তাদের বসবাসের
বাড়ি।
পেট ভরাচ্ছে কতই না সাত
পাঁচে।
নজর তবু রান্নাঘরের
মাছে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি ঠিক উচ্চারণ সহযোগে পড়বে। তারপর নীচের কাজটি করবে।

পোষ মানে এমন একটি প্রাণীর ছবি আঁকি। রং করি।

Read the sentences :

I am Arjun.

I have a cricket bat.

You are Rubina.

You have a beautiful smile.

She is Rimi.

She has a doll.

Learning tips : Students will read the sentences. They will learn the use of **have** and **has** and do the activity.

Read the sentences :

He is Imran.

He has a football.

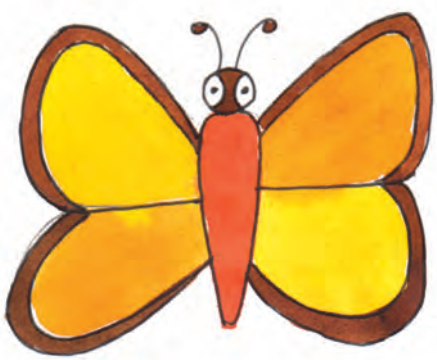

It is a butterfly.

It has colourful wings.

Tick (✓) the correct alternative :

I am Rakhi. I have / has many friends. Mukti is my best friend. She has / have a brother. His name is Mrinal. Mrinal has / have a bicycle. It has / have two wheels.

Fill in the gaps with has/have :

I am Piklu. I __________ a football. Mita is my sister. She __________ a doll. The doll is very beautiful. It __________ long hair.

ঘড়ি দেখে ফাঁকা ঘর ভরতি করি :

পার্থ ঘুম থেকে ওঠে ☐ টায়।

পার্থ স্কুলে যায় ☐ টায়।

পার্থ স্কুলে মিড-ডে মিল খায় ____ টোয়।

পার্থ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে ____ টেয়।

পার্থ রাত্রি বেলার খাবার খায় ____ টায়।

পার্থ ঘুমতে যায় ____ টায়।

নীচের ফাঁকা ঘরে সঠিক সময় লিখি। আমার লেখা সময়ের সঙ্গে ডিজিটাল ঘড়ির সময়ের মিল করি।

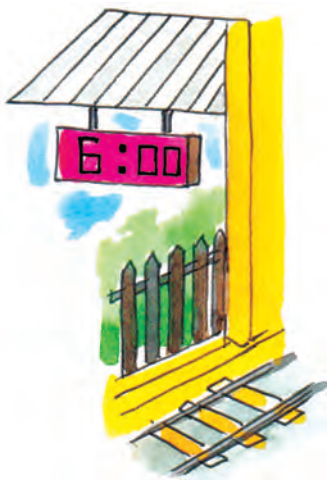

সহজপাঠে পরিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে নানান বাক্য পড়ি

১) কন্যার নাম শ্যামা।

২) তিনি আর তার ভাই সৌম্য পাটের ব্যবসা করেন।

৩) আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু।

৪) ঐখানে মা পুকুর-পাড়ে
জিয়ল মাছের বেড়ার ধারে

৫) ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।

৬) তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

৭) যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা করিয়া আছে।

১। পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের কথা আছে, এমন পাঁচটি বাক্য 'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমি খুঁজে নিয়ে লিখি।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে। (বিষয় - পরিবার)

২। বাক্যগুলো পড়ি। শূন্যস্থানে বসানো যায় এমন শব্দ ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে খুঁজে বার করি ও শূন্যস্থানে লিখি।

২.১ ছোটো _____ মুখের হাসি দেখে বাবা-মার আজ খুব আনন্দ।

২.২ স্বর্ণ আর কর্ণ দুই _____।

২.৩ আজ মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করছে _____।

৩। নীচের বাক্যগুলি পড়ি। শূন্যস্থানে যুক্তব্যঞ্জন বসাই।

৩.১ আমরা বি _____ লয়ে লেখাপড়া করি।

৩.২ অসুখ হলে খুব ক _____ অনুভব করি।

৩.৩ আমাদের বয়স কম, আমরা বড়ই ছো _____ ।

৩.৪ রা_____ বেলায় আকাশে অসং_____ তারা দেখে আ_____ হয়ে যাই।

৪। নীচের বাক্যগুলি থেকে পরিবার সম্পর্কিত শব্দ খুঁজি :

৪.১ আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। ———————

৪.২ শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। ———————

৪.৩ তার ছোটো ছেলের অম্লশূল, ———————

৪.৪ সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন।———————

৫। অনুরূপ যুক্তব্যঞ্জন সহ শব্দ তৈরি করি (ন্য, ত্ম, ব্য, ক্ত ব্যবহার করে) :

কন্যা — ☐ ☐ ☐

আত্মীয় — ☐ ☐

ব্যবসা — ☐ ☐

ডাক্তার — ☐ ☐ ☐

৬। আমার পরিবারের মানুষ-জন নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি :

.....

.....

.....

.....

.....

৭। আমাদের পরিবারকে বিভিন্ন পেশার বন্ধুরা সাহায্য করেন। তাদের কথা ভেবে নীচের ছকটি পূরণ করি :

বাড়ি বানান রাজমি _____।

মাঠে ফসল ফলান _____ষক।

বিদ্যালয়ে পড়ান শি_____কা/শি_____ ক ।

অসুখ সারান বৈ _____।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে। (বিষয় - পরিবার)

৮। নীচের ছবিগুলি দেখি। প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাক্য খাতায় লিখি :

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৮। নীচের ছবিগুলি দেখি। প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাক্য খাতায় লিখি :

Read the sentences :

We read in a primary school.

We have a garden in our school.

They read in class two.

They have many friends.

Tick (✓) the correct alternative :

1. I have / has a pet dog.
2. We have / has a blue bicycle.
3. You have / has a nice bag.
4. They have / has new pencil.

Learning tips : Students will read the sentences. They will learn use of **have** and do the activities.

Fill in the gaps :

I am Bumba. My best friend is Piku. We _____ a bat and a ball. We _____ two other friends. They are Rahim and Ram. They _____ a football. We all play together.

আমরা গার্ডেনে খুব মজা করলাম। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ঘড়িতে দেখলাম →

বড়ো কাঁটা আছে ৬-এর ঘরে, ছোটো কাঁটাটা আছে ১ ও ২ এর মাঝখানে। তাহলে এখন কটা বাজে?

এখন দুপুর ১টা ৩০মিনিট বা দুপুর দেড়টা।

নীচের ছবি দেখি ও ফাঁকা ঘরে লিখি।

২ টো ৩০ মিনিট বা আড়াইটে

৩ টে ৩০ মিনিট বা সাড়ে তিনটে

 শিখন পরামর্শ : ঘড়ি দেখে ৩০ মিনিটের ধারণা। বলতে ও লিখতে পারার ধারণা।

৪ টে ৩০ মিনিট বা সাড়ে চারটে

১০ টা ৩০ মিনিট
বা সাড়ে দশটা

ছুটি

রহীম শাহ

আজ সারাদিন খেলাধুলা
আজ সারাদিন ছুটি
আজ সারাদিন ঘাসের উপর
করব লুটোপুটি
বন্ধু হব সবুজ পাতার
দিঘির জলে কাটব সাঁতার
বিকেল বেলা খোলা মাঠে
মাখব গায়ে হাওয়া,
হয়তো আবার হতে পারে
নদীর জলে নাওয়া।
আজ সারাদিন পাখির খোঁজে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কবিতাটি পড়বে।

ঘুরব বনে বনে
দোয়েল শালিক ময়না টিয়া
হব মনে মনে।
পাখির মতো উড়তে উড়তে
আকাশ হব ঘুরতে ঘুরতে
দূর পাহাড়ে ছুটে যাব
হরিণছানার কাছে,
ঠিক যেখানে পাহাড় ঘেঁষে
ঝরনা ধারা নাচে।
আজ সারাদিন ছুটি আমার
আজ সারাদিন ছুটি
আজ সারাদিন আনন্দেতে
করব লুটোপুটি।

হাতেকলমে

১। কবিতায় শিশুটি যা যা করবে বলে ভাবে:

২। কবিতায় আছে এমন দুটি জলাশয়ের নাম

৩। কবিতায় আছে এমন চারটি পাখির নাম----------

৪। কবিতায় আছে এমন একটি পশুর নাম

৫। শব্দার্থ লিখি :

লুটোপুটি ---------- নাওয়া ----------

ঘেঁষে ---------- ঝরনা ----------

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা 'ছুটি' কবিতাটি পড়বে ও '**হাতেকলমে**'র কাজগুলি করবে।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখি :

খোলা ---------- দূর ----------

ঠিক ---------- আনন্দ ----------

৭। কবিতায় রয়েছে এমন যুক্তব্যঞ্জন শব্দ লিখি

৮। বন্ধু = ন্ধ = ন+ধ 'ন্ধ' রয়েছে এমন পাঁচটি শব্দ লিখি: ----------

---

৯। প্রতি সপ্তাহে যে দিনটিতে আমার ছুটি থাকে, সেটি হলো ----------।

১০। সেদিন আমি যা যা করতে চাই

Fill in the gaps with correct words :

1. I ———————— (slip / sleep) on the bed.
2. Please come ———————— (hear / here).
3. ———————— (There / Their) are many birds in the sky.
4. Her ———————— (sun / son) reads in class two.
5. The floor is ———————— (wet / wait).

Learning tips : Students will do the activities.

Look at the picture. Fill in the gaps with the given words :

swim walk fly

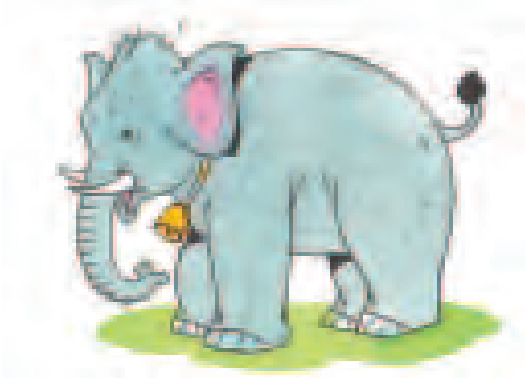

A bird can ———. An elephant can ———.

A man can ———. A fish can ———.

একটি মাসের ক্যালেন্ডার দেখি ও উত্তর বলার চেষ্টা করি। যেদিনগুলি লাল দিয়ে লেখা সেগুলি রবিবার, বিশেষ দিন বা ছুটির দিন।

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

(১) একটি বছরে [জানুয়ারি] টি মাস। পরপর মাসগুলি হলো

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(২) এই মাসে মোট কত দিন লিখি।

শিখন পরামর্শ : ক্যালেন্ডারে মাস ও দিনের ধারণা। লাল কালিতে লেখা দিনগুলি সম্বন্ধে ধারণা।

(৩) এই মাসের ৬ তারিখ কী বার এবং ওই দিন আমাদের সকলের স্কুলে কী থাকে লিখি।

(৪) এই মাসে কতগুলো বুধবার পাব হিসাব করি।

(৫) এই মাসের কোন বুধবার বিশেষদিন লিখি।

(৬) ২৬ তারিখে কী বার ও কেন লাল রং দেওয়া আছে বুঝে লিখি।

(৭) এই মাসে কতদিন আমাদের স্কুলে ছুটি থাকবে হিসাব করি।

(৮) আমরা এক শনিবারে স্কুলের বাগানে গাছ লাগাব। আমরা এই মাসে ☐ তারিখে বাগানে গাছ লাগাব।

(৯) এই মাসের ৪ তারিখে আমাদের বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। সেই দিন কি বার হবে ক্যালেন্ডার দেখে লিখি।

(১০) এই মাসে কতগুলো রবিবার পাব হিসাব করে লিখি।

Listen and say :

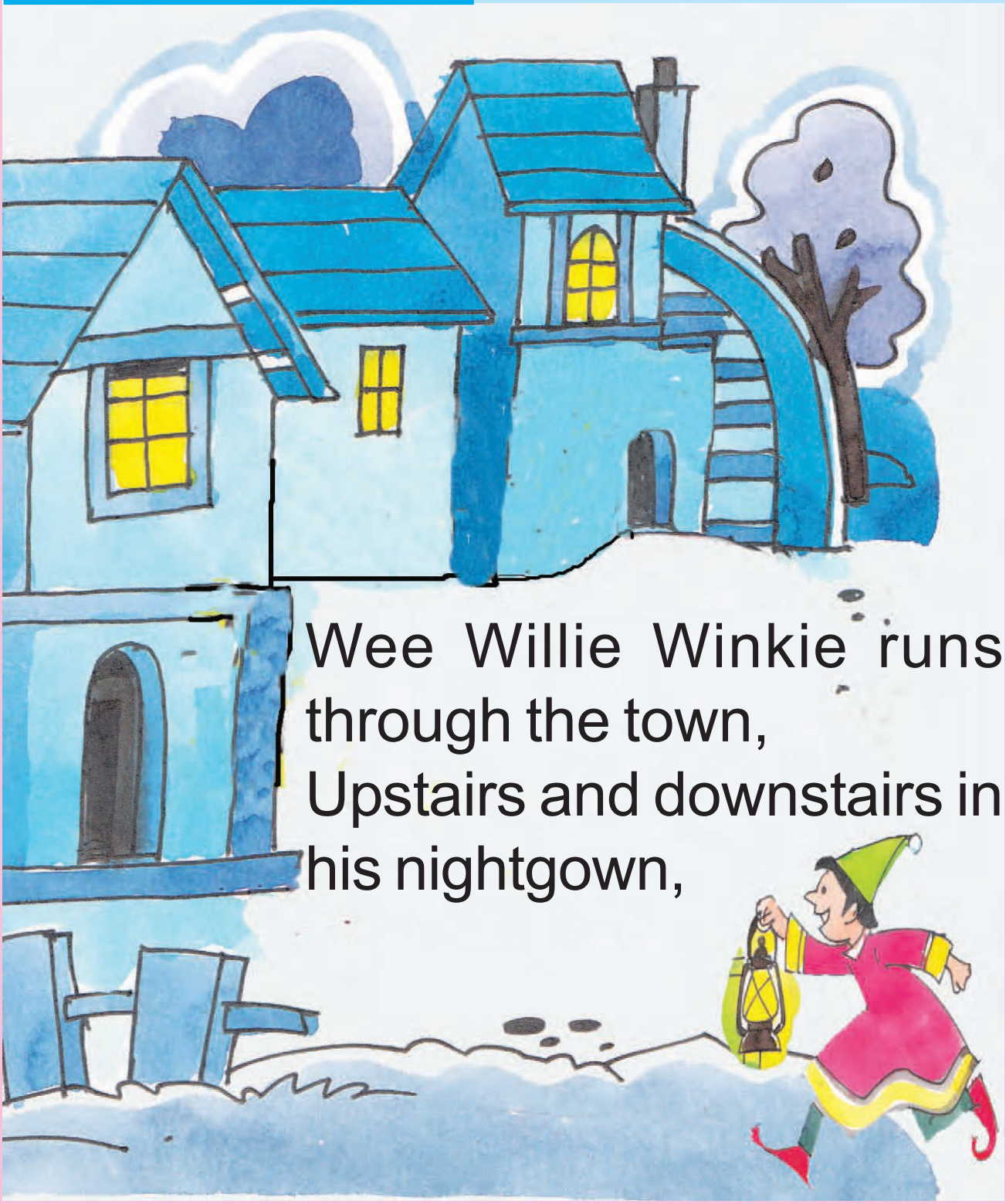

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

Listen and say :

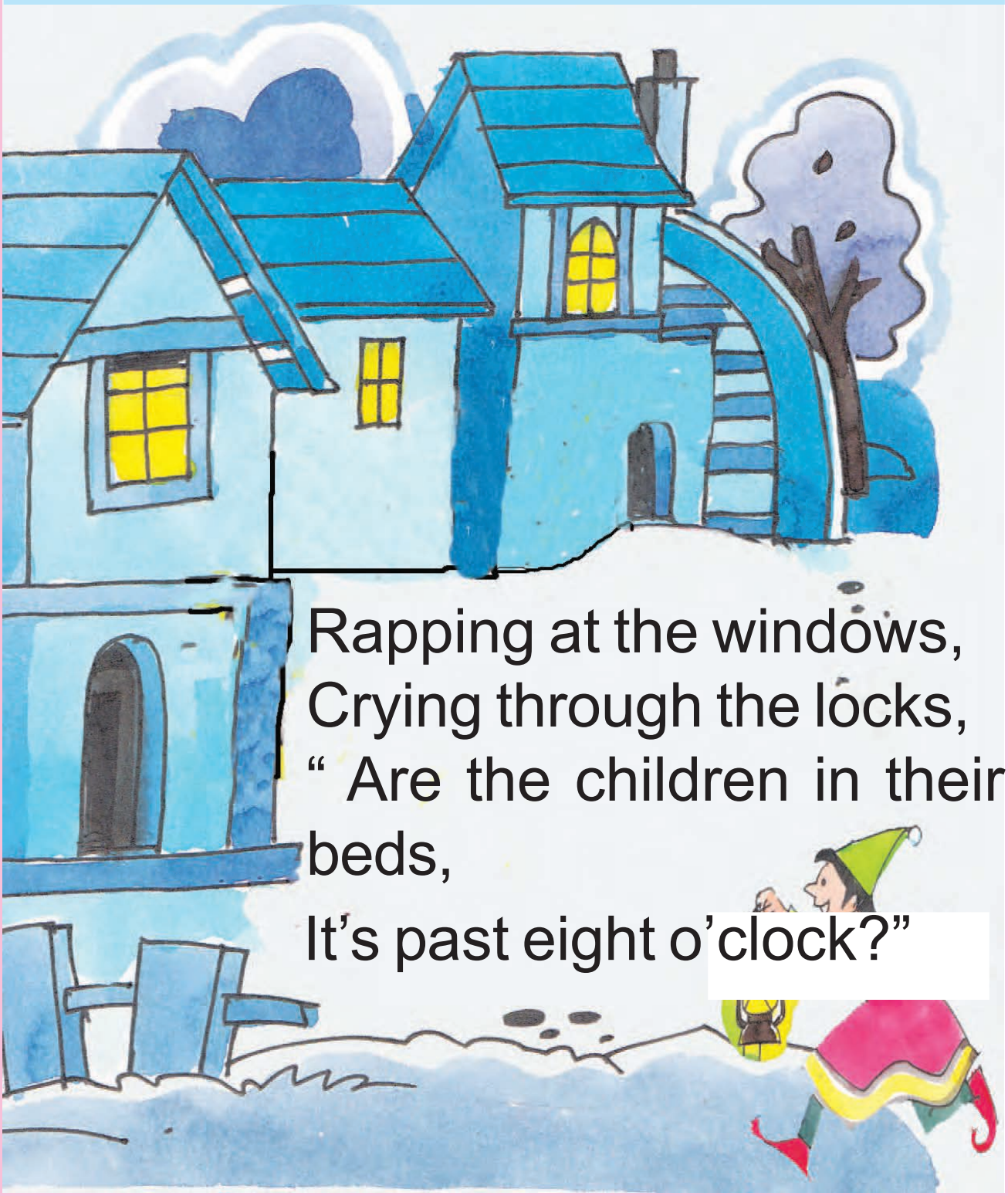

Rapping at the windows,
Crying through the locks,
“ Are the children in their beds,
It’s past eight o’clock?”

বাড়ির পাঁচিল তৈরি

আমাদের বাড়ির পাঁচিল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালের ৭ জুন। পাঁচিল তৈরি করতে ৮ দিন সময় লেগেছিল। দেখি কোন তারিখে কাজ শেষ হয়েছিল।

৭ জুন ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

৭ + ৮ = ১৫

১৫ - ১ = ১৪ তারিখ

দ	এ
	৭
+	৮
১	৫

- ১ = ১৪

১৪ তারিখে কাজ শেষ হয়েছিল।

শিখন পরামর্শ : ক্যালেন্ডার থেকে দিনের হিসাবের ধারণা।

আমি ৮ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম।

আমি ☐ দিন স্কুলে যেতে পারিনি।

দ	এ
১	৩
-	৮
☐	

☐ + ১ = ☐

হুগলি জেলার আঁটপুরে ২১ ডিসেম্বর মেলা বসে। ৩ দিন ধরে মেলা চলে।

মেলা শেষ হয় ☐ ডিসেম্বরে।

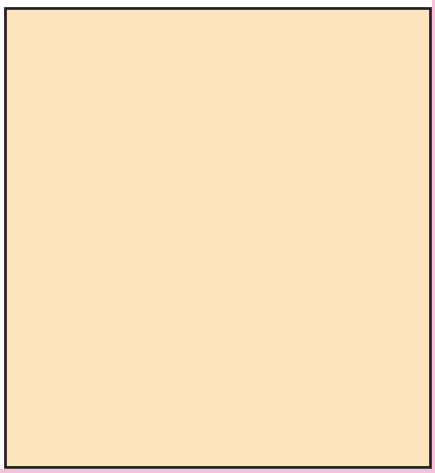

সহজ পাঠে উৎসবের, পালা পার্বণের কথা জানি

১) সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে।

২) আজ আদ্যনাথবাবুর কন্যার বিয়ে।

৩) এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে।

৪) দেখছি ছেলেরা খুশি হয়ে নৃত্য করছে।

৫) পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা এল দূর দেশ হতে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৬) ছুটির দিনে কেমন সুরে পুজোর সানাই বাজায় দূরে।

৭) সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন।

৮) কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি—
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।

১। উপরের বাক্যগুলি কোন কোন পাঠে রয়েছে, তা লিখি। সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে উৎসব, পালা-পার্বণের আরো কথা খুঁজে নিয়ে লিখি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের গুণের কাজগুলি করবে।

২। নীচের যুক্তব্যঞ্জনগুলি ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করি। সেগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করি :

ত্য, ন্ন, ন্য, ষ্ঠ, ল্ল, ন্ধ।

_____

_____

_____

৩। উৎসব সংক্রান্ত নতুন নতুন শব্দ লিখি :

৪। সহজ পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাই :

৪.১ আকাশের কোণে _____ চাঁদ ওঠে।

৪.২ _____ গান নন্দী জানে তো?

৪.৩ পাড়ার _____ সাফ করার দিন।

৫। নীচের প্রতিটি দিবস সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৫.১ পরিবেশ দিবস

৫.২ প্রজাতন্ত্র দিবস

৫.৩ স্বাধীনতা দিবস

৫.৪ শিক্ষক দিবস

৫.৫ শিশু দিবস

৬। বিদ্যালয়ে অরণ্য সপ্তাহে কী কী করা হয় তা নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটি করবে।

একদিকে ঘুড়ি-লাটাই আর অন্যদিকে রং-তুলি। চলো ওদের কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে বার করি।

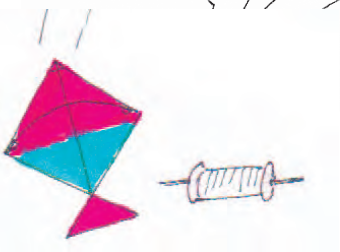

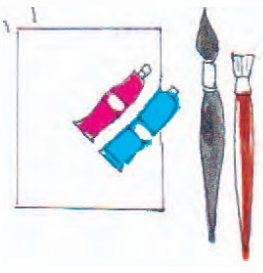

Read the sentences :

Actions	Yesterday	Today
	I played cricket.	I play cricket.
	We enjoyed our football match.	We enjoy our football match.
	You walked on the road.	You walk on the road.
	They talked to me.	They talk to me.

 Learning tips : Students will read the sentences. They will have the idea of past tense and do the activity.

Fill in the gaps :

Yesterday

1. I helped a man.
2. We _____ for the market
3. You worked very hard.
4. They _____ in joy.

Today

1. I help a man.
2. We start for the market
3. You _____ very hard.
4. They _____ in joy.

টাকা

	১০
+	১২

আমরা দুই বন্ধু মেলায় গেলাম। আমি ১০ টাকা দিয়ে বেলের পানা খেলাম। আমার বন্ধু ১২ টাকা দিয়ে লস্যি খেল। আমাদের মোট কত টাকা খরচ হলো হিসাব করি।

	টাকা	পয়সা
	২০	৫০
-	৩	৫০

একটা ধোসার দাম ২০ টাকা ৫০ পয়সা। একটা ইডলির দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা। একটা ইডলির দাম একটা ধোসার দামের থেকে কত বেশি হিসাব করি।

 শিখন পরামর্শ : টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগের ধারণা।

টাকা	পয়সা
৪	৫০
+ ১	৫০

এক কাপ চায়ের দাম ৪ টাকা ৫০ পয়সা। একটা বিস্কুটের দাম ১ টাকা ৫০ পয়সা। এক কাপ চা ও একটা বিস্কুটের মোট দাম কত হিসাব করি।

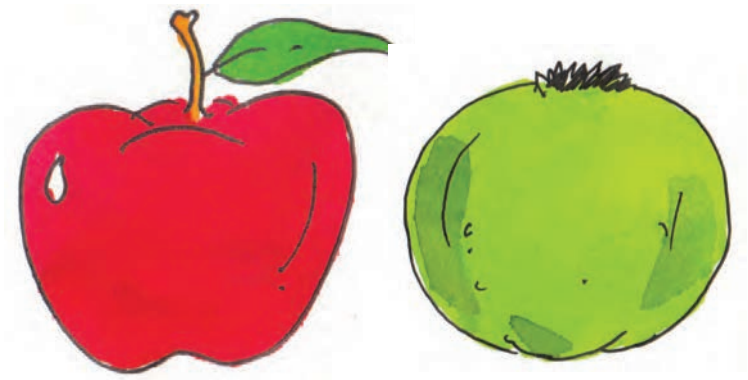

একটি আপেলের দাম ১০টাকা ও একটি পেয়ারার দাম ৩টাকা। একটি আপেলের দাম ও একটি পেয়ারার দামের মধ্যে পার্থক্য কত দেখি।

১টি সন্দেশের দাম ৬ টাকা। ১টি সিঙ্গারার দাম ৪ টাকা ৫০ পয়সা। ১টি লাড্ডুর দাম ৫ টাকা।

নিজে গল্প লিখি ও মোট দাম খুঁজি:

সহজপাঠে বাড়িঘর সংক্রান্ত বাক্য/বাক্যাংশ/পঙ্‌ক্তিগুলি খুঁজে দেখি

১। ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়।

২। আঙিনায় বাদ্য বাজছে।

৩। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো।

৪। তার দরমার বেড়া ভেঙে গেল।

৫। জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী,
কেউ কোথাও নেই।

৬। বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে।

৭। মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব।

৮। আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।

৯। দোতলা ঘরের পালঙ্কের ওপর আছে।

১০। রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে।

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা সহজ পাঠের বাড়ি ঘর সংক্রান্ত বাক্যগুলি পড়বে।*

১। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাড়ি-ঘর সংক্রান্ত আরো বাক্য/বাক্যাংশ/পঙ্‌ক্তি খুঁজে নিয়ে লিখি।

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

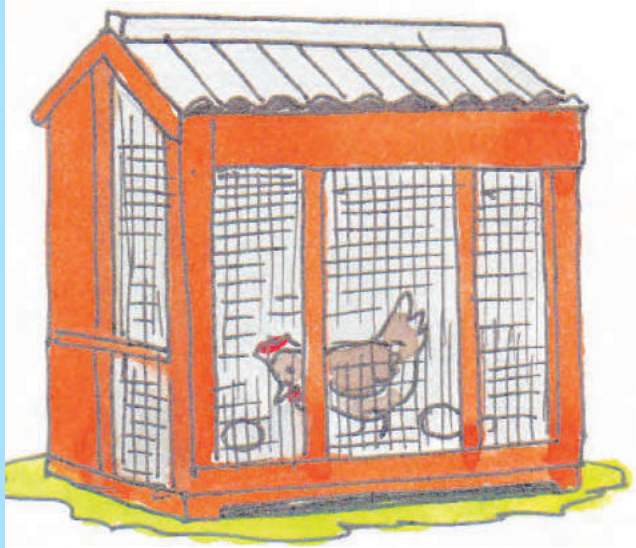

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

২। নীচের কোন প্রাণীর বাসস্থান কী ধরনের তা ছবি দেখে লিখি :

৩। ‘সহজ পাঠ’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরো কিছু প্রাণীর নাম আর তাদের বাসস্থান সম্পর্কে লিখি :

এসো বাড়ি বিষয়ে নীচের শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হই

ঘর	খিড়কি	বৈঠকখানা	চিলেকোঠা
রান্নাঘর	পাঁচিল	চাতাল	কার্নিস
ছাদ	চালা	পাল্লা	দরজা জানালা
কপাট	ঘুলঘুলি	চৌকাঠ	ইট
সিড়ি	জাফরি	বেড়া	

৪। নীচের শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করি :

ঘুলঘুলি, চাতাল, কার্নিস, পাঁচিল, সিড়ি, ছাদ।

যেমন — চড়াই পাখি ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে।

বাড়ির ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের পরিচয়

ছবি	যে জিনিসের ছবি	যে কাজে লাগে

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বাড়ি ঘর বিষয়ক শব্দগুলি পড়বে ও উপরের কাজগুলি করবে।

বাড়ির ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের পরিচয়

ছবি	যে জিনিসের ছবি	যে কাজে লাগে
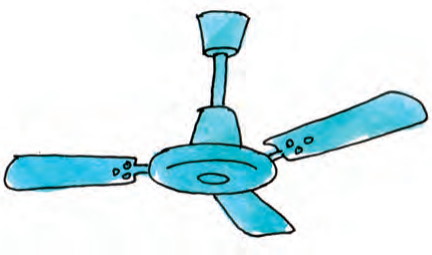		

৫। বর্ণগুলি যোগ করি, সহায়ক শব্দগুচ্ছ পড়ি ও নতুন শব্দ বানাই।

(ক) শ+র $\xrightarrow{\text{শ্র}}$ যেমন ঘর বাড়ি— আশ্রয়————।

(খ) স+ত $\xrightarrow{\text{স্ত}}$ বড় বা বিশাল— ————।

(গ) ঙ+গ $\xrightarrow{\text{ঙ্গ}}$ মাঠ/ সামনের জায়গা— ———।

৬। নীচে নানান ধরনের বাড়ির ছবি দেখি। তাদের প্রতিটি সম্বন্ধে দুটি করে বাক্য লিখি।

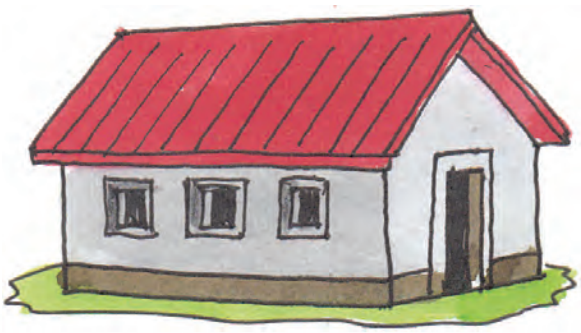

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

৭। নীচের ছবিতে যে যে জিনিস আছে, তাদের নাম লিখি। সেগুলি কোন কোন কাজে লাগে তাও লিখি :

Read the sentences.
Fill in the table :

1. We followed the man.
2. They visited our house.
3. We moved to a new place.
4. I love my country.
5. You climb the tree.

Yesterday	Today

Read the sentences :

Long ago, people walked from place to place. Then someone tamed horses. People could go farther than ever before. They could go faster, too.

Learning tips : Students will read the sentences and do the activities.

After a while, someone made a wagon.Horses pulled the wagon. Then people could move big, heavy things.

Today we have cars, boats, planes, and trains. There are big trucks. These are all forms of transportation.

Fill in the gaps with words from the passage:

(1) Long ago, people _____ from place to place.

(2) After taming horses, people could _____ farther than ever before.

(3) Horses _____ the wagon.

(4) Cars, boats, planes _____ all forms of transportation.

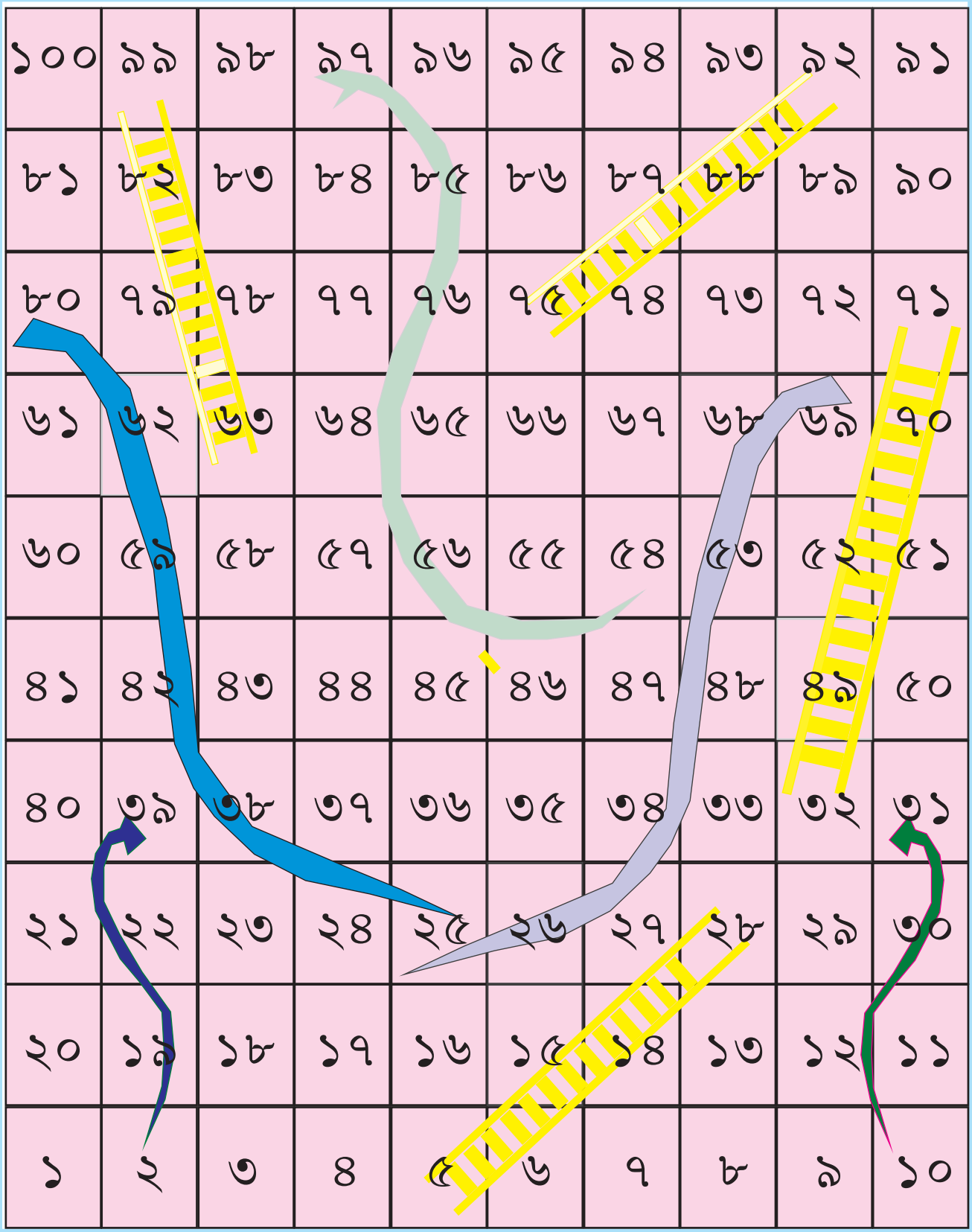

শিখন পরামর্শ : লুডো খেলার মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ।

আমি আর বুবাই সাপ লুডো খেলব।

খেলার নিয়মটা কী?

ছক্কায় পুট পড়লে খেলা শুরু হবে ও আর এক বার

চালের সুযোগ পাওয়া যাবে।

মইয়ের তলায় ঘুঁটি এলে মইয়ের ওপরে উঠে যাবে।

সাপের মুখে ঘুঁটি পড়লে সাপের লেজে নেমে আসবে।

আমার পড়ল এবং তার পর 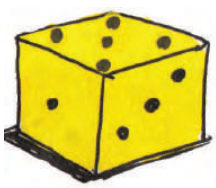 পড়ল।

আমি প্রথমে ৫-এর ঘরে গেলাম। সেখান থেকে মইয়ে করে ২৮-এর ঘরে উঠলাম। মইয়ে করে কত ঘর এগোলাম?

দ	এ
২	৮
-	৫

খেলা চলতে চলতে বুবাইয়ের ঘুঁটি ৬৯ -এর ঘরে এল। সাপের মুখে পড়ে ঘুঁটি ২৫-এর ঘরে নেমে এল। বুবাইয়ের ঘুঁটি নেমে এল

দ	এ
৬	৯
- ২	৫

১. যদি আমার ঘুঁটি ৩১ -এ আসে। আমি কতঘর যাব দেখি।

	৩	১
-	১	০
	২	১

ঘর পিছিয়ে পৌঁছোব। অর্থাৎ ২১-১ = ২০ টা ঘর পিছিয়ে যাব।

শিখন পরামর্শ : খেলার মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ।

২. বুবাইয়ের ঘুঁটি ১৭-এর ঘরে। কিন্তু তার পড়েছে।

ঘুঁটি যাবে

	দ	এ
+		

ঘরে।

৩. যদি আমার ঘুঁটি ১৮-এর ঘরে আসে আর পড়ে তবে আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে বসবে।

নিজে করি:

৪. আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে। কিন্তু ছক্কায় ☐ পড়েছে।

তাই আমার ঘুঁটি ☐ ঘরে বসালাম।

	দ	এ
+		

নীচের ছবিগুলি দেখে যুক্তব্যঞ্জন রয়েছে এমন শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখি :

(১)

(২)

(৩)

আম্রকাননে শিশুরা
আনন্দে আম কুড়োচ্ছে।

(৪)

(৫)

(৬)

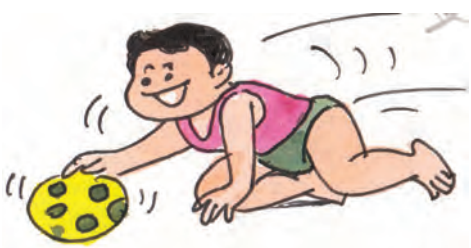

(৭)

(৮)

(৯)

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে কাজগুলি করবে।

Listen and say...

Way up in the sky
The butterflies fly.
While down in their nests
The butterflies rest.

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme.

With a wing to the left
And a wing to the right
The sweet little butterflies
Sleep all through the night.
The bright sun comes up.
The dew falls away.
Good morning, good morning
The butterflies say.

See and colour :

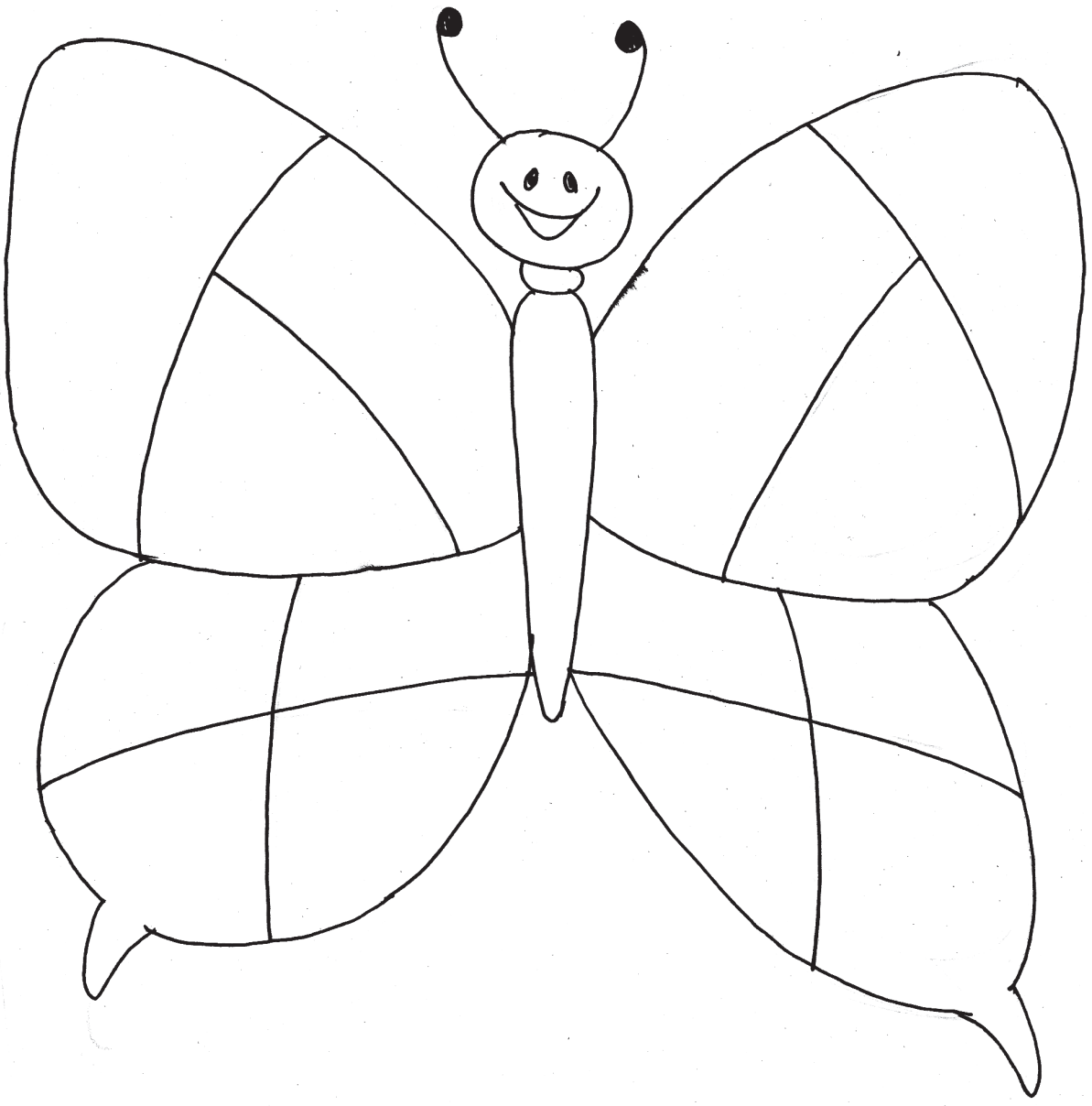

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিটিতে রং করবে।

টবে মাটি ভরতি করি

ছবি ১

ছবি ২

শিখন পরামর্শ : সরল অঙ্কের ধারণা।

শীতকাল আসছে। টবে নতুন গাছ লাগানো হবে। প্রথমে ৯টি টবে মাটি ভরতি করলাম। তারপর আরও ৮টি টবে মাটি ভরতি করলাম। কিন্তু টবে মাটি ভরতি করতে গিয়ে ৫টি টব ভেঙে গেল। কটি টবে মাটি ভরতি করলাম হিসাব করি।

প্রথমে মাটি ভরতি করলাম ☐ টি টবে।

তারপরে মাটি ভরতি করলাম ☐ টি টবে।

মোট মাটি ভরতি করলাম ৯+৮ = ☐ টি টবে।

কিন্তু ৫টি টব ভেঙে গেল। তাই না ভাঙা মাটি ভরতি টব ১৭ - ৫ = ☐ টি।

ঘটনাটি গণিতের ভাষায় ছোটো করে পাই, ৯ + ৮ - ৫

= ☐ - ৫

= ☐

১) আমি খাতা কিনব। তাই বাবা আমাকে ৫ টাকা দিলেন। মাও আমাকে ৪ টাকা দিলেন। আমি ৬ টাকা দামের একটা খাতা কিনলাম। এখন আমার কাছে ☐ টাকা আছে।

(ছোটো করে গণিতের ভাষায় লিখে হিসাব করি।)

২) নিজে মান খুঁজি :

ক) ৭+৮-৩ খ) ৩+৪-৭ গ) ৫+৯-৩

ঘ) ৫+২-৬ ঙ) ১৮+৩-৭ চ) ২৫+৫-১৩

কেক বিক্রি করি

একটি দোকানে ১৮টি কেকের প্যাকেট ছিল। তার থেকে দোকানদার ৮টি প্যাকেট বিক্রি করে দিলেন। তারপর ওই দোকানদার আবার ১০টি কেকের প্যাকেট কিনে দোকানে রাখলেন। এখন ওই দোকানে কটি কেকের প্যাকেট রইল হিসাব করি।

দোকানে কেকের প্যাকেট ছিল ☐ টি।

কেকের প্যাকেট বিক্রি হলো ৮টি। বিক্রির পরে কেকের প্যাকেট পড়ে রইল ১৮- ৮ = ☐ টি।

আরও ☐ টি কেকের প্যাকেট কিনলেন।

এখন দোকানে মোট কেকের প্যাকেট হলো ১০ + ১০ = ☐ টি।

ঘটনাটি গণিতের ভাষায় ছোটো করে পাই ১৮ - ৮ + ১০ = ☐ + ১০ = ☐

হাতেকলমে

১৮ →

১৮ - ৮ → 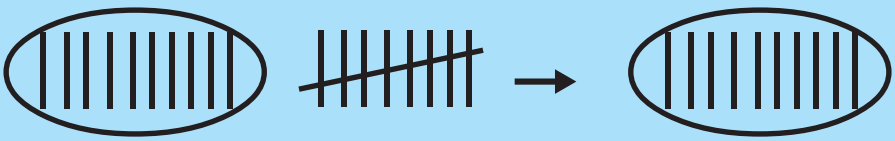

১৮ - ৮ + ১০ → 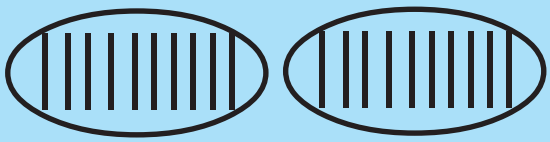 → ২০

১। আমাদের ভ্যান গাড়িতে ৫জন যাত্রী বসে আছেন। ৩জন যাত্রী বাজারে নেমে গেলেন। কিন্তু আরও ২জন যাত্রী গাড়িতে উঠলেন। এখন ভ্যানগাড়িতে কতজন যাত্রী আছেন গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি। (নিজে করি)

শিখন পরামর্শ : সরল অঙ্কের ধারণা।

২। নিজে মান খুঁজি :

ক) ৮-২+৫ খ) ৭-৩+১

গ) ৯-৪+৬ ঘ) ৫-১+৪

ঙ) ১২-৩+৬ চ) ২৭-৯+৫

কাগজের নৌকা তৈরি করি

আজ বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ঠিক করেছি কাগজের নৌকা তৈরি করব। মিতালি ৭ টি কাগজের নৌকা তৈরি করেছে। আমি ২টি নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। মিতালিও ২টো নৌকা জলে ভাসিয়ে দিল। এখন মিতালির কাছে কতগুলো কাগজের নৌকা রইল হিসাব করি।

মিতালি তৈরি করেছিল ☐ টি কাগজের নৌকা।

আমি জলে ভাসিয়েছি ☐ টি কাগজের নৌকা।

এখন বাকি রইল ৭ - ২ = ৫ টি কাগজের নৌকা।

মিতালিও জলে ভাসিয়ে দিল ☐ টি কাগজের নৌকা।

এখন মিতালির কাছে রইল ৫ - ২ = ৩টি কাগজের নৌকা।

গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে কী পাই দেখি :

৭ - ২ - ২

= ৫ - ২ = ৩

হাতে কলমে,

☐ → ৭ ।।।।।।।

☐ → ৭ - ২ ।।।।।।। → ।।।।।

☐ → ৭ - ২ - ২ ।।।।। → ।।। → ৩

১) থালায় ১২টি মোয়া ছিল। ভাই ৪টি মোয়া খেয়ে নিল। আমিও ৩টি মোয়া খেলাম। এখন থালায় কতগুলি মোয়া রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি। (নিজে করি)

নিজে করি :

১. ৯ - ২ - ৩ ২. ৭ - ২ - ১ ৩. ৮ - ২ - ৬

৪. ৫ - ৪ - ১ ৫. ১৮-৫-৭ ৬. ২১-১৪-৭

গল্প পড়ি ও কষে দেখি

১. স্কুলের সামনের উঠোনে অনেক পাতা পড়ে আছে। একজন ছাত্র ১০টি শুকনো পাতা তুলে একটি ফাঁকা ঝুড়িতে রাখল। তার বন্ধু ওই ঝুড়িতে আরও ৯টি শুকনো পাতা রাখল। হাওয়াতে ওই ঝুড়ির থেকে ৬ টি পাতা উড়ে উঠোনে চলে গেল। ঝুড়িতে কটা পাতা রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

শিখন পরামর্শ : সরল অঙ্কের ধারণার প্রয়োগ।

২. আমার কাছে ১৭টি লজেন্স আছে। আমার দাদা আমাকে ১২টি লজেন্স দিল। আমি ভাইকে ৪টি লজেন্স দিয়ে দিলাম। আমার কাছে এখন কটা লজেন্স রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৩. সুতপার কাছে ২৯টি রং পেনসিল ছিল। সে রফিককে ৮টি রং পেনসিল দিল। রীনাও সুতপার থেকে ৩ টি রং পেনসিল নিল। সুতপার কাছে এখন কতগুলো রং পেনসিল রইল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৪. মেলায় যাবার জন্য বাবা আমাকে ১৫ টাকা দিলেন। আমি ভাইকে ৬ টাকার বাঁশি কিনে দিলাম। বাবা আমাকে আরও ৮ টাকা দিলেন। এখন আমার কাছে কত টাকা আছে গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

৫. আমাদের স্কুলে ফেব্রুয়ারি মাসে ☐ দিন, মার্চ মাসে ☐ দিন ও এপ্রিল মাসে ☐ দিন ছুটি ছিল। তিন মাসে আমাদের স্কুলে মোট কত দিন ছুটি ছিল গণিতের ভাষায় ছোটো করে লিখে হিসাব করি।

নিজে করি

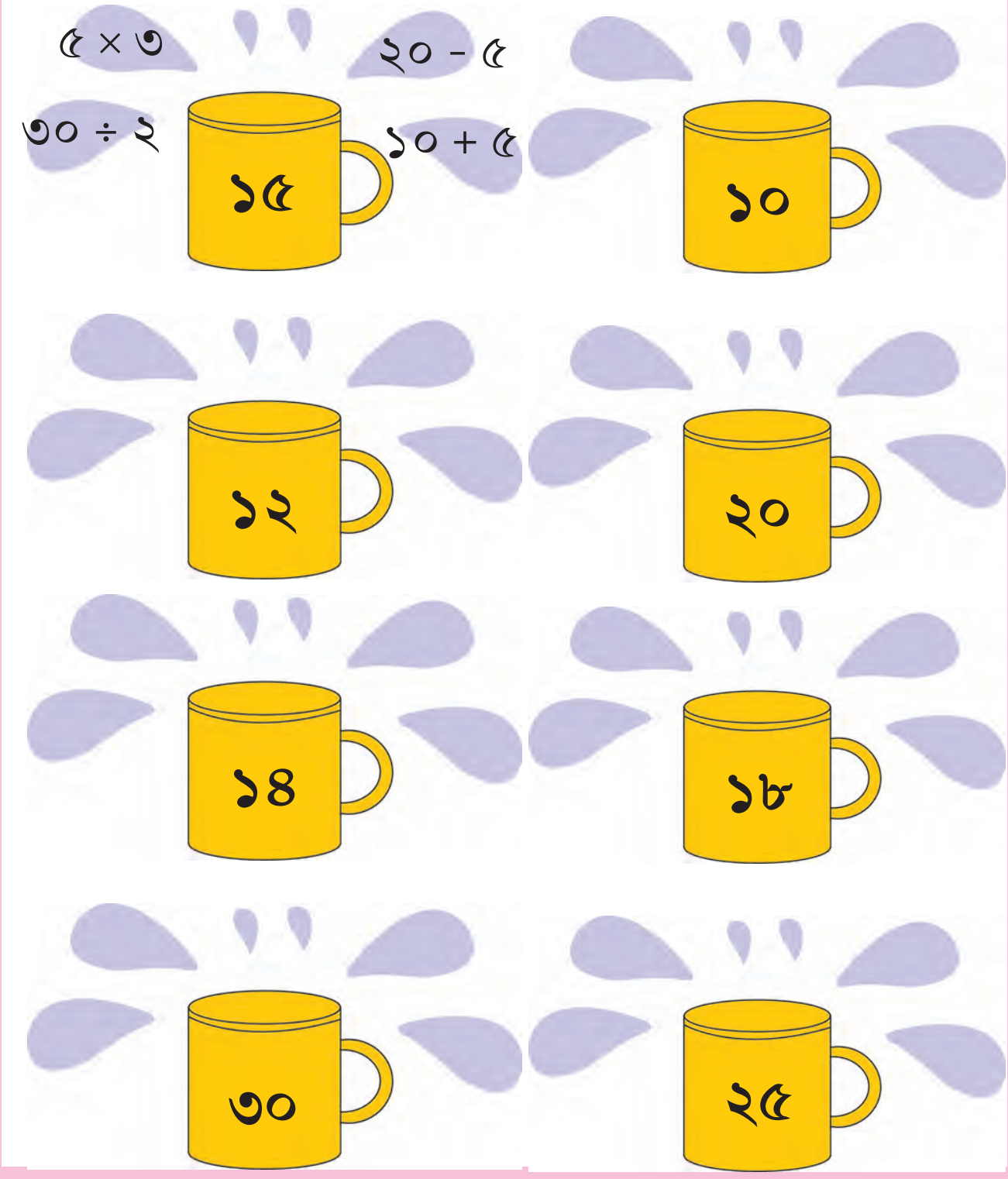

শিখন পরামর্শ : একটি সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মাধ্যমে প্রকাশ।

সংখ্যা নিয়ে মজা করি

১,২,৩,৪,৫,৬ দিয়ে ফাঁকা ঘরগুলো ভরতি করি যাতে একই লাইনের যোগফল একই হয়।

পাশে লিখি:

১ + ৬ + ২ = ☐

২ + ☐ + ৩ = ৯

৩ + ☐ + ১ = ☐

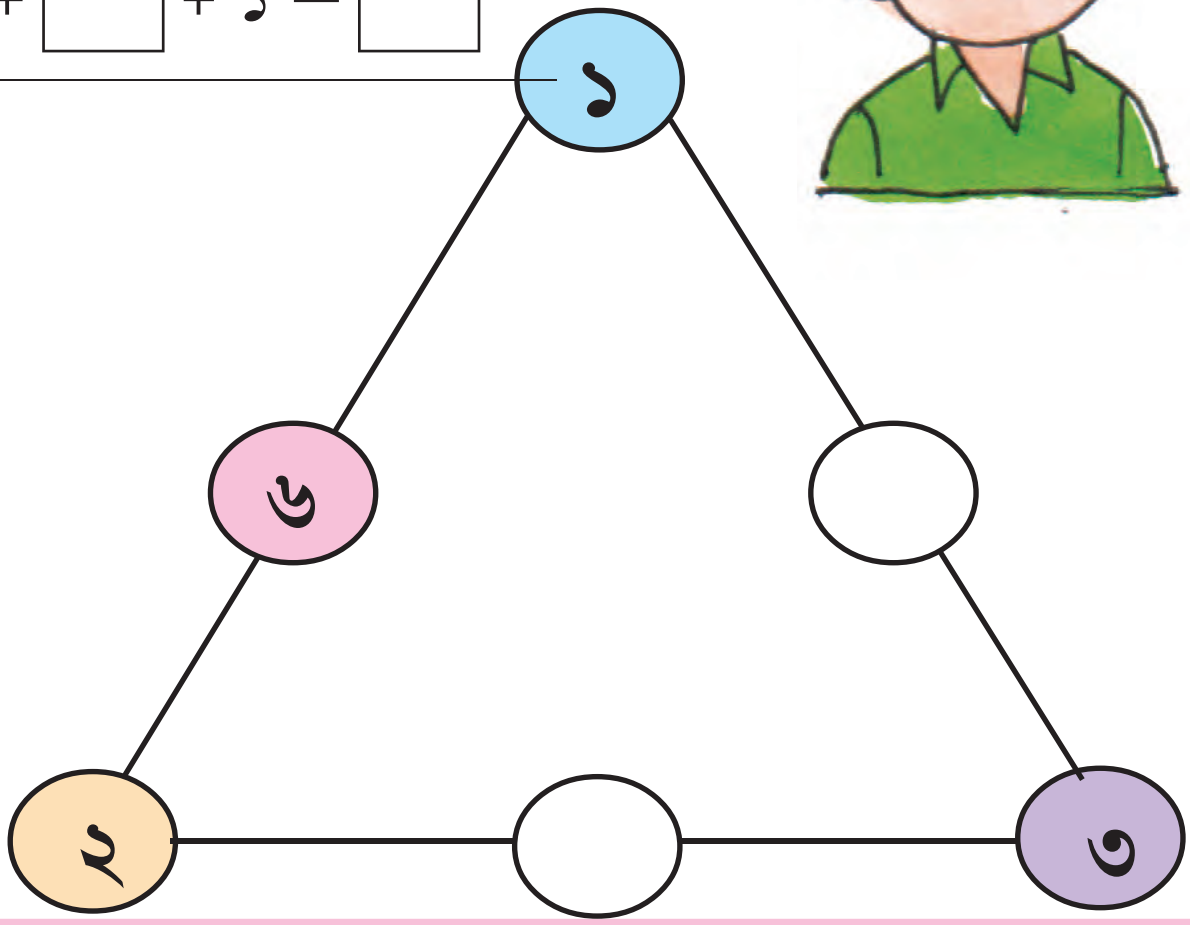

শিখন পরামর্শ : সংখ্যার মজা।

সংখ্যা নিয়ে মজা করি

এবার আমি ২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ দিয়ে ফাঁকা ঘর ভরতি করি যাতে একই লাইনের যোগফল একই পাই।

কীভাবে পেলাম দেখি

২ + ৭ + ৩ = ☐

৩ + ৫ + ☐ = ☐

৩ + ☐ + ☐ = ১২

কী সংখ্যা বসাব ভাবি

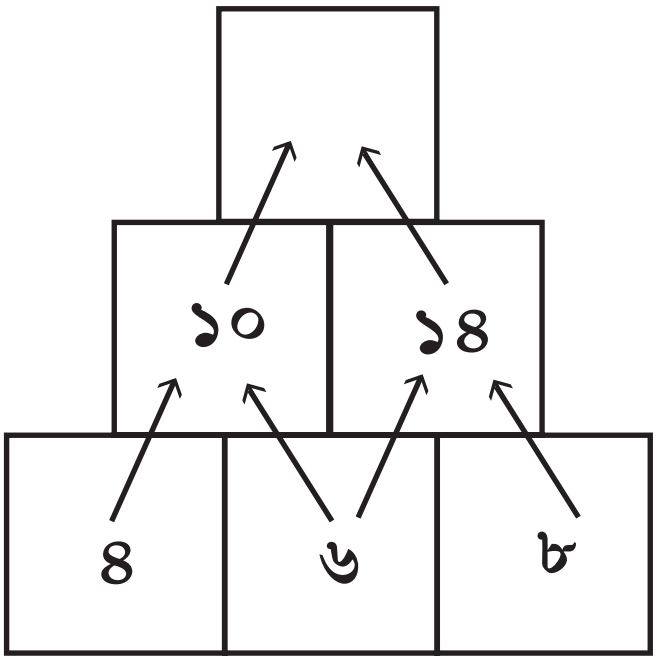

নিজে তৈরি করি

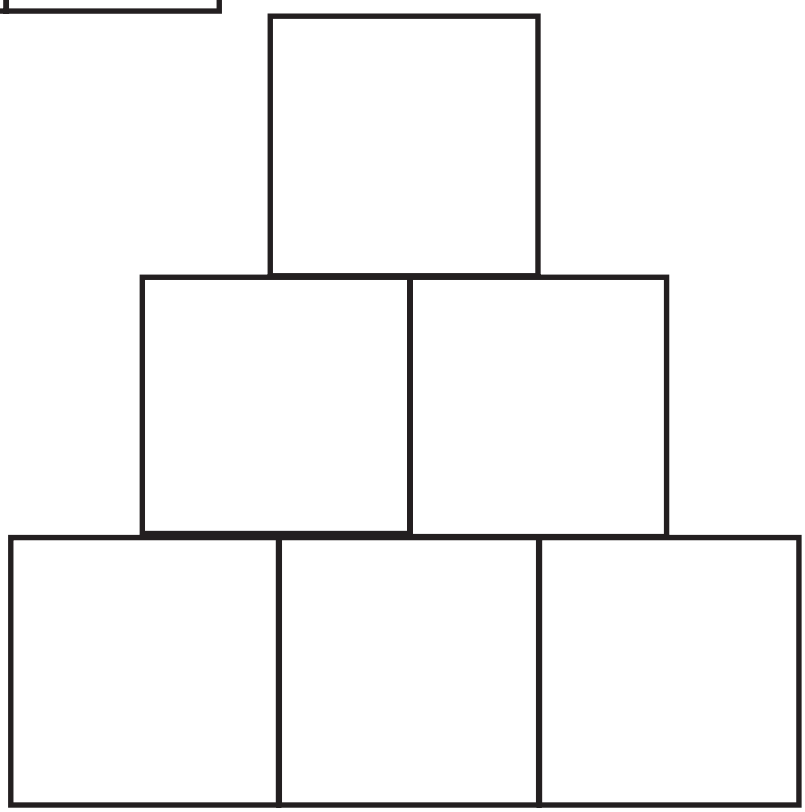

হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা খুঁজি :

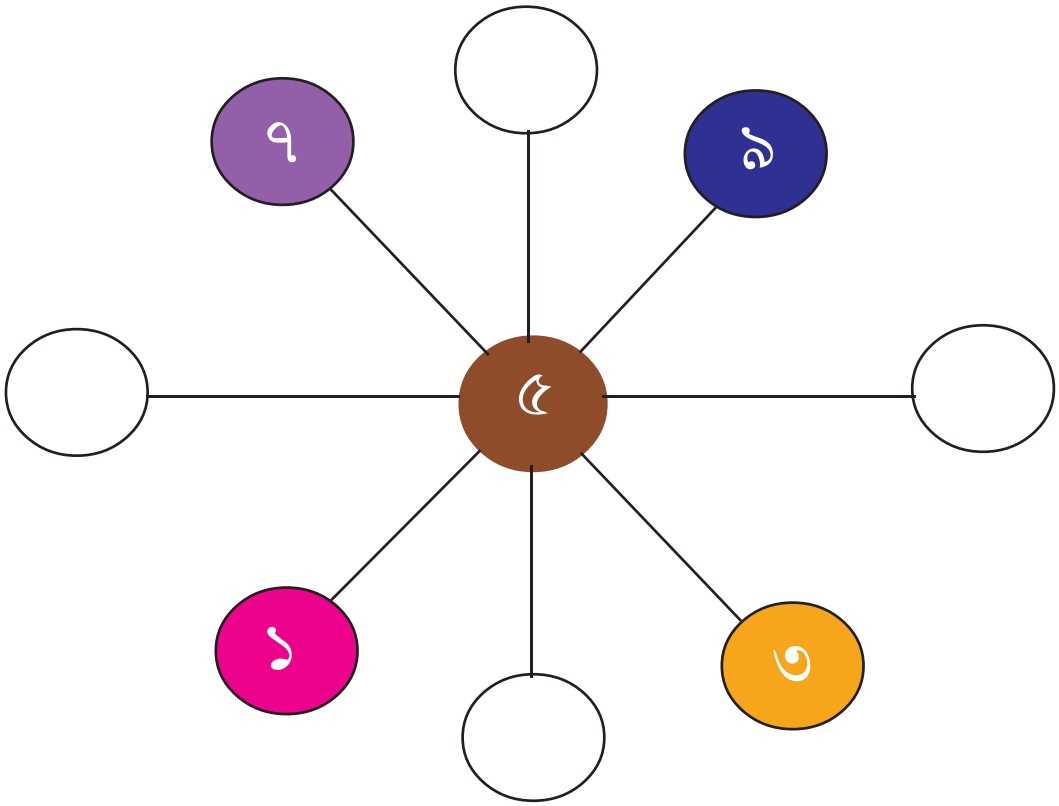

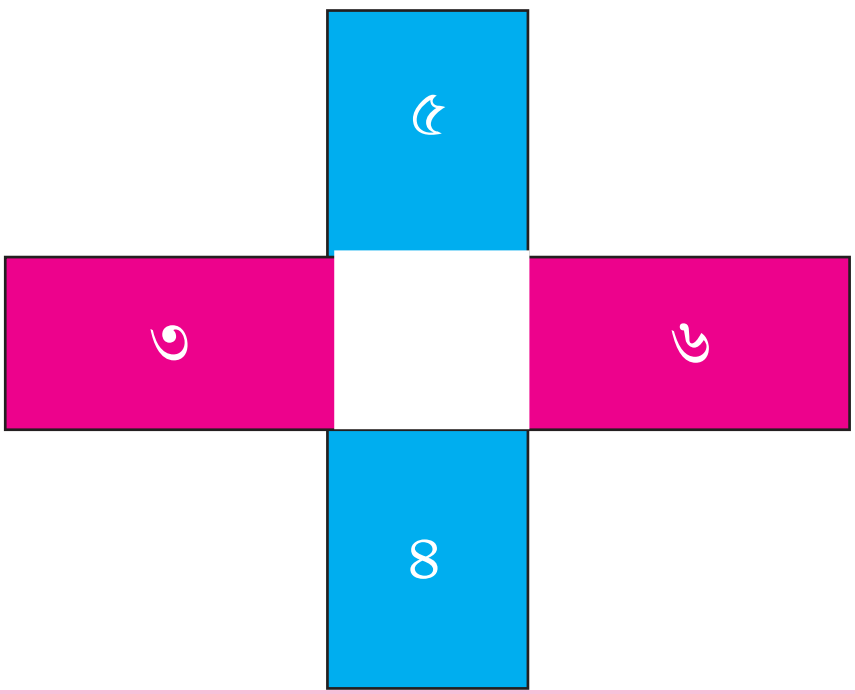

২	৮	৪
৩		৫
৬	১৮	৩
৭		৫

শিখন পরামর্শ : সংখ্যার মজা।

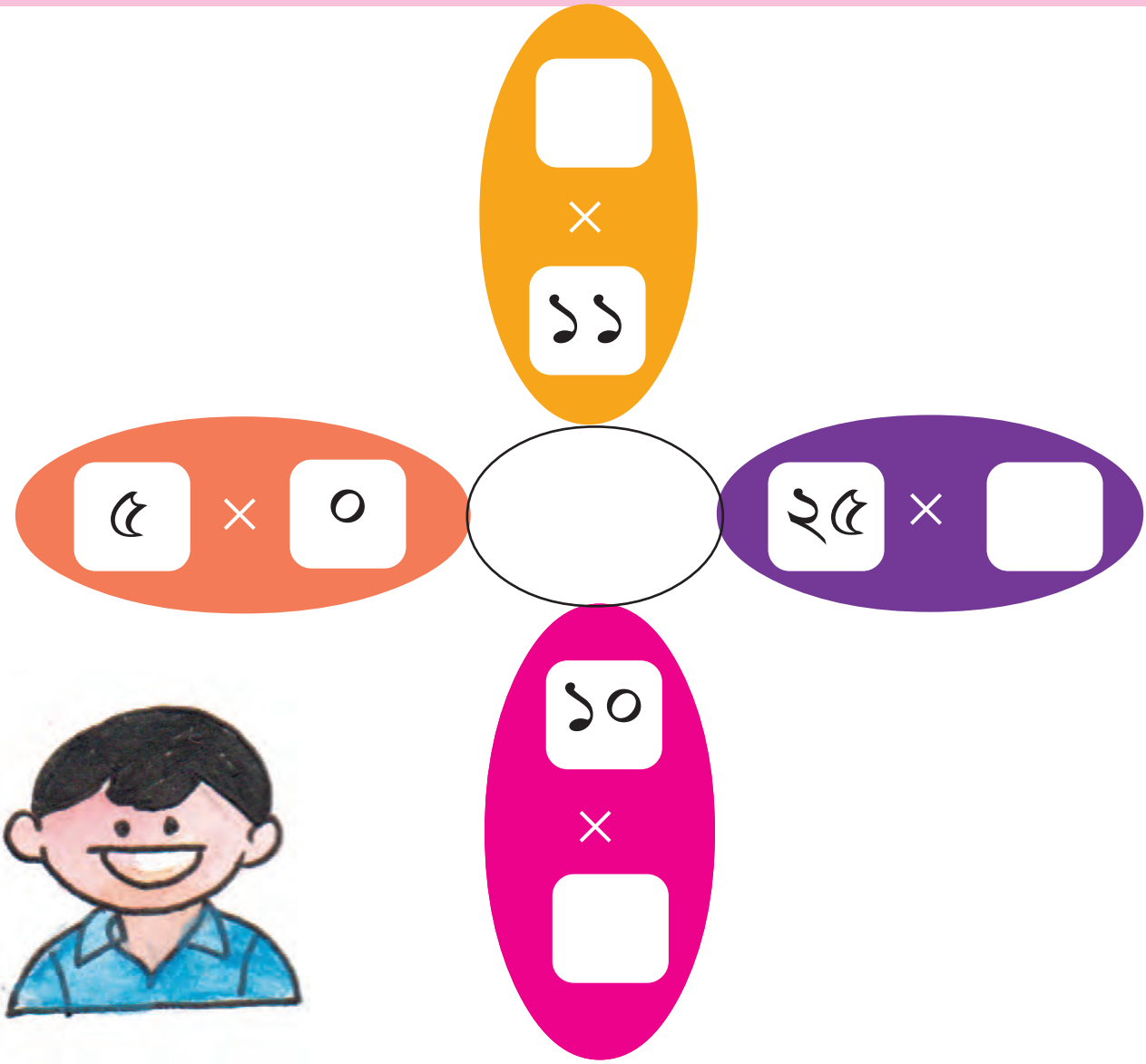

১। দুটো ২ দিয়ে ০, ১, ৪ পাওয়ায় চেষ্টা করি।

২। দুটো ৩ দিয়ে ০, ১, ৬ ও ৯ তৈরি করি।

৩। তিনটে ৩ দিয়ে কী কী পাই দেখি।

৪। যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে কী যোগ করলে সেই সংখ্যাই পাব দেখি।

প্রজাপতি! প্রজাপতি!

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।
টুকটুকে লাল নীল ঝিলমিল আঁকাবাঁকা,
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি তুমি নিয়ে যাও সাথে করে
তোমার সাথে, প্রজাপতি।।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে উপরের গানটি গাইবে।

আর তোমার মতো মোরে আনন্দ দাও,
এই জামা ভালো লাগে না
দাও জামা ঐ ছবি আঁকা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।
তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও,
ওই পাখা দাও, সোনালি রূপালি পরাগ মাখা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।

কাজী নজরুল ইসলাম

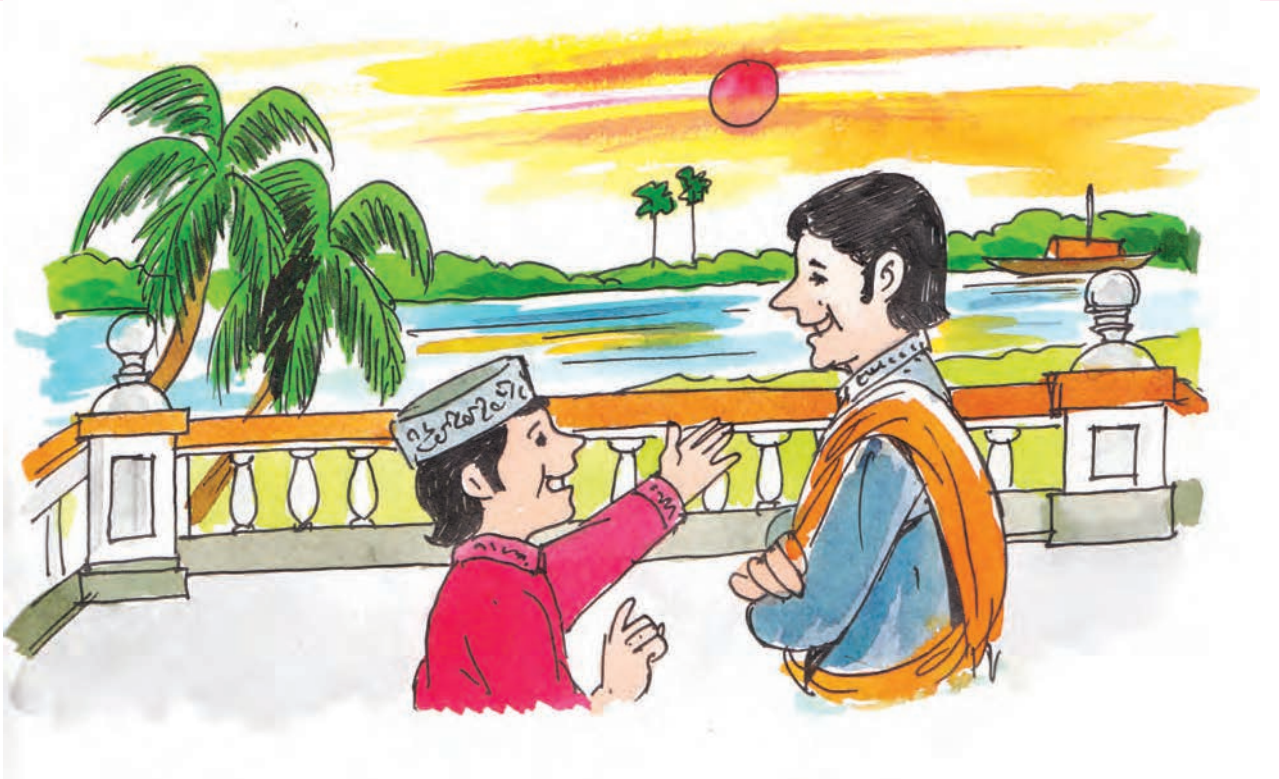

প্রথম পুরস্কার

স্বপনবুড়ো

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরস্কার পান তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। একটি গান রচনা করার জন্যে বাবা ছেলেকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। কে জানে, এই পুরস্কারের প্রেরণা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'নোবেল

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

পুরস্কার' পেয়েছিলেন কিনা। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি একটি নাটিকা রচনা করে দিলাম। তোমরা ২৫ বৈশাখে অভিনয় করতে পারবে।

চুঁচড়োয় গঙ্গাতীরে একটি বাড়ির ছাদ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ছাদের রেলিং ছাড়িয়ে কয়েকটি নারকেল গাছের মাথা আকাশে উঁচু হয়ে উঠেছে। ভোরবেলা। আকাশে সবে সূর্য উঠছে। নানারকম পক্ষী-পাখালির ডাক শোনা যাচ্ছে। ভোরবেলার পরিবেশটি ভারী মধুর। কিশোর রবি আর তাঁর জ্যোতি দাদা ছাদে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

রবি।। জানো জ্যোতি দাদা, চুঁচড়োর এই গঙ্গার ধারের বাড়িতে এসে আমার কী যে ভালো লাগছে তোমায় কী বলব! মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন আমার

কানে-কানে গান হয়ে ধরা দিয়েছে। মাথার ওপরকার আকাশটা অনেক নিচু হয়ে যেন আমার সঙ্গে মিতালী পাতায়! গঙ্গার ওপর দিয়ে যখন-তখন পাল তোলা নৌকো চলে যায়, আমার মনে হয় যেন ওদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি।

আর এই যে সকাল বেলা নাম-না-জানা পাখিরা সব ডেকে যাচ্ছে ... আমার মনে হচ্ছে ... ওরা যেন সবাই আমার কানে নতুন সুর শুনিয়ে যাচ্ছে ... । কত সুর যে আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে তোমায় কি বলব, জ্যোতি দাদা! কেবলি মনে হচ্ছে, সারা জীবন আমি শুধু গান শুনিয়ে যাই ...

জ্যোতি ।। চুঁচড়োয় এসে নতুন কোনো গান বাঁধলি রবি? তোর গানের সঙ্গে বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে।

রবি।। হ্যাঁ জ্যোতি দাদা। সেই যে খাতাটা তৈরি করেছিলাম জোড়াসাঁকোতে ... এখানে এসে গানে-গানে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। একটু নিরিবিলি যায়গায় খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসলেই নতুন ছন্দের নতুন সুরের গান তৈরি করে ফেলছি।

জ্যোতি।। আমায় শোনাবি নে সেই সব গান, রবি?

রবি।। নিশ্চয়। যে সব গানে সুর দিতে পারিনি...

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

শুধু ছন্দটা মনকে দোলা দিয়েছে ... সেগুলো তো তোমার কাছেই তুলে ধরব। তুমি বাজাবে, আমি নতুন করে তাতে সুর জোগাব।

জ্যোতি ।। ঠিক আছে। আজ দুপুরবেলা তুই আমায় গানগুলো শোনাবি, রবি। আমি পিয়ানো বাজিয়ে নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি করব। তোর কথায় সুর জোগাতে আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে।

রবি ।।কাল গভীর রাত্রে আমার কী হয়েছিল জানো, জ্যোতি দাদা?

জ্যোতি ।। কী হয়েছিল, রে রবি?

রবি ।।অনেক রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

তখন সারা বাড়িতে কেউ জেগে নেই। দূর থেকে গঙ্গার কুলুকুলু শুনি । আমার কানে যেন নতুন ছন্দ জাগিয়ে দিলে। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। ঘুম আর কিছুতে আসে না! ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম এই ছাদে...।

জ্যোতি ।।একা একা তোর ভয় করল না, রবি?

রবি।। ভয়? ভয়ের কথা একবারও মনে হলো না, জ্যোতি দাদা! অথচ তুমি জানো, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার কীরকম ভূতের ভয় ছিল?

জ্যোতি ।।তারপর রবি?

রবি।।তারপর অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গার দিকে তারিয়ে রইলাম। আকাশে চাঁদের আলো, ভাঙা-ভাঙা মেঘগুলো সেই চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ... দেখে-দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে! মনে হলো ... কত না-বলা গান এসে আমার বুকে বাসা বেঁধেছে। এই গঙ্গার স্রোতের মতো তারা মুক্তি পেতে চায়। নির্ঝরের স্বপ্ন

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

ভঙ্গ হবে কবে? চাঁদের আলো গঙ্গার বুকে খেলা করে বেড়াতে লাগল ... আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

জ্যোতি ।।সারা রাত ঘুমুলি না, রবি? শুধু গঙ্গায় জল আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখলি?

রবি ।।একটা রাত না ঘুমুলে কী হয়, জ্যোতি দাদা? কিন্তু তার বদলে আমি কী পেয়েছি, জানো?

জ্যোতি ।।কী রে রবি?

রবি ।।ভোরবেলা একটি সুন্দর গান আমার মনে ধরা দিয়েছে।

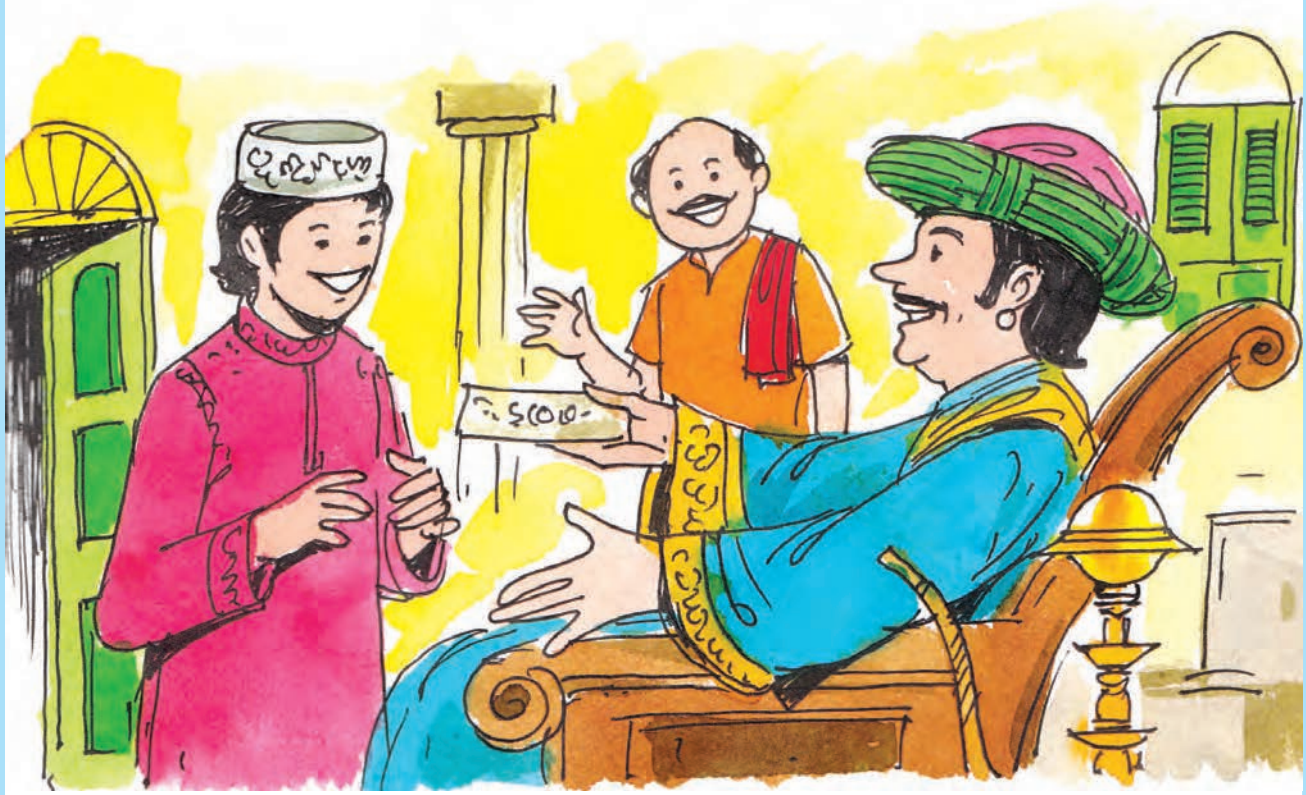

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা নাটকটি পড়বে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাটকটি বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হবে।

জ্যোতি ।।সত্যি? সেই গানের প্রথম লাইনটি আমায় বলবি নে?

রবি ।।কেন বলব না, জ্যোতি দাদা? প্রথম লাইনটি হচ্ছে ...

'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে-নয়নে ...'

জ্যোতি ।।[উৎসাহিত হয়ে] বাঃ! চমৎকার কথাটি তো! 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে ... রয়েছ নয়নে-নয়নে ...' এমন সুন্দর কথাটিকে হারিয়ে দিতে পারিনে! আমি এক্ষুনি হারমেনিয়াম নিয়ে আসি। তুই গাইবি, আমি ধীরে ধীরে সুর তুলে নেব।

রবি ।।খুব ভালো কথা বলেছ, জ্যোতি দাদা। হারমোনিয়াম নিয়ে এসো, আমি গাইব।

[জ্যোতি হারমোনিয়াম নিয়ে এল। ওরা দুজনে ছাদের উপর বসল। রবি গান ধরল।]

গান

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ
নয়নে-নয়নে...
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ
গোপনে।।

জ্যোতি ।। বাঃ! সুন্দর হয়েছে। যেমন কথা তেমনি সুর।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ
নয়নে-নয়নে...
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ
গোপনে।।

রবি ।।সত্যি জ্যোতি দাদা, আজ সারাদিন ধরে এই গান আমার মনে গুন-গুন করে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে ফিরছে।

জ্যোতি ।।[আনন্দে রবিকে জড়িয়ে ধরল] আমারো রবি আমারো। [গানখানি গাইল]

[ক্ষণিক বিরাম। পর্দা নেমে এল। আবার যখন যবনিকা উঠে গেল, দেখা গেল সেই ছাদ। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দুজন চাকরের প্রবেশ]

ঈশ্বর ।। জানিস শ্যামচাঁদ, রোজ সন্ধ্যাবেলা কর্তামশাই এখানে ভগবানকে ডাকেন। তাই তাড়াতাড়ি মাদুর বিছিয়ে দিতে এলাম।

২য় ভৃত্য ।। আমায় আর কী করতে হবে, ঈশ্বরদা ?

ঈশ্বর ।। ধূপ-ধুনো দিবি ... রেকাবিতে করে ফুল এনে রাখবি। কর্তামশাই ফুল খুব ভালোবাসেন। নীচের বাগানে অনেক ফুল ফুটে আছে। ফুলের তো আর অভাব নেই।

[ওরা দু'জনে ধূপ জ্বেলে, মাদুর বিছিয়ে, রেকাবিতে ফুল রেখে চলে গেল। একটু বাদেই তানপুরা হাতে শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রবেশ]

শ্রীকণ্ঠ ।। তাইতো ! কর্তামশাই এখনো ছাদে আসেননি দেখতে পাচ্ছি। নীচে রবিকেও খুঁজে পেলাম না । খাসা

গলা হয়েছে ওর। রবি যদি গান শেখে একদিন ওস্তাদ বনে যেতে পারবে।

[মাদুরে বসে তানপুরা নিয়ে নিজেই গান ধরলেন] কী আর করি আপন মনে নিজেই গলা সাধি...

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে..
কে সহায় ভব অন্ধকারে...'

[এমন সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসে ছাদে প্রবেশ করলেন । ওঁর পাশে মাদুরে এসে বসলেন]

শ্রীকণ্ঠ ॥ এই যে কর্তামশায়, আপনি এসে গেছেন। আজকাল রবি কী চমৎকার গান বাঁধছে। আর এই বয়সে ওর গলাও হয়েছে ভারী মিষ্টি। মাঘোৎসবের জন্যে আজ সকালে একটি গান যা লিখেছে... শুনলে আপনিও খুশি হবেন।

মহর্ষি। তাই নাকি শ্রীকণ্ঠবাবু? আমি তো কিছু খবর রাখিনি। আচ্ছা, আমি ঈশ্বরকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি...। ঈশ্বর ... ওহে ঈশ্বর...

[ঈশ্বরের প্রবেশ]

ঈশ্বর ।। আজ্ঞে কর্তামশায় ...

মহর্ষি। রবিকে একবার নীচ থেকে ডেকে নিয়ে এসো। বলো, আমি ডেকেছি ...

ঈশ্বর ।। যে আজ্ঞে কর্তামশায় !

[ঈশ্বরের প্রস্থান ও রবিকে নিয়ে প্রবেশ]

মহর্ষি। এই যে রবি ! শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি গান রচনা করছ। আমার উপাসনার আগে একটি শোনাও তো।

[রবি মাদুরে বসে সকালবেলার গানটি শোনালো। মহর্ষির দিকে তাকিয়ে দেখলে তাঁর মুদ্রিত দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু শ্রীকণ্ঠ বাবু অতি আনন্দে মাথা দোলাচ্ছেন। একটু বাদে মহর্ষি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন]

মহর্ষি। শোনো রবি, তোমার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানত ও

সাহিত্যের আদর বুঝত, তবে কবিকে সে পুরস্কার দিত। রাজার দিক থেকে যখন কোনো সম্ভাবনা নেই; তখন আমাকেই সে কাজ করতে হচ্ছে। এই নাও কবি, ... তোমার পুরস্কার।

[পকেট থেকে বের করে একটি পাঁচশো টাকার চেক রবির হাতে দিলেন। রবি তার পিতৃদেবের পদধূলি গ্রহণ করল]

Listen and say :

I am a Music Man

Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.
All: What can you play?
Leader: I play piano.
All: Pia, pia, piano, pia, piano.
Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.
ALL: What can you play?
Leader: I play the big drum.

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme song.

ALL: Boomdi, boomdi, boomdi boom,
Boomdi boom, boomdi boom,
Boomdi, boomdi, boomdi boom,
Boomdi, boomdi boom.
Pia, pia, piano, piano, piano
Pia, pia, piano, pia, piano.

Leader: I am a music man,
I come from far away,
And I can play.

ALL: What can you play?
Leader: I play the trumpet.
ALL: Tooti, tooti, tooti, toot,
Tooti, toot, tooti, toot,
Tooti, tooti, tooti, toot,
Tooti, tooti, toot.

Boomdi, boomdi, boomdi boom,

Boomdi boom, boomdi boom,

Boomdi, boomdi, boomdi boom,

Boomdi, boomdi boom.

Pia, pia, piano, piano, piano,

Pia, pia, piano, pia, piano.

Learning tips : Teacher will encourage the students to participate in the rhyme song.

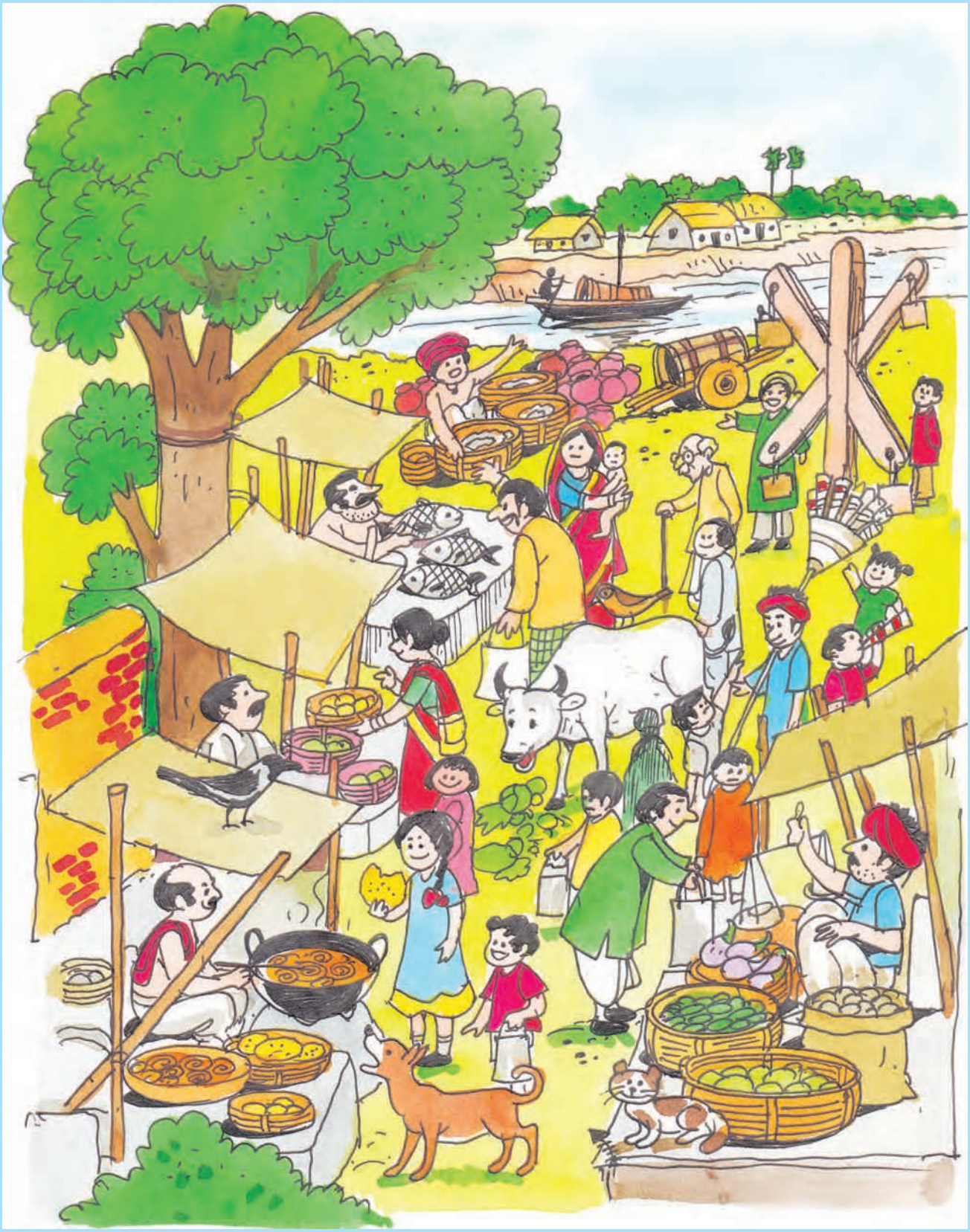

শিখন পরামর্শ : এই বইটিতে যে সমস্ত ভাবমূলের ব্যবহার রয়েছে শিক্ষার্থীরা ছবিতে তারই প্রতিফলন অনুসন্ধান করবে।

ছবিটি দেখি। ছবি সম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য লিখি :

What do you see in the picture ? Write a few sentences about the picture.

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজগুলি করবে।

ছবিটি দেখি ও কয়েকটি বাক্যে অঙ্কের গল্প লিখি :

আনন্দ পাঠ :

ছড়া

জসীমউদ্দীন

কুতুর কুতুর ময়না,
কাল দেবো তোর গয়না।
কাঁসার নূপুর দুই পায়ে,
নেচে বেড়াস সব গাঁয়ে।
ঝুমকো কানে ঝুলবে,

নাকে নোলক দুলবে।

সবই দেবো কাল তোরে,

আজকে কাছে আয় তো রে।

তাগ ধিনা ধিন তাগ ধিনা

সুরে সামাল পাচ্ছি না।

একটুখানি গেয়ে গান,

জুড়িয়ে যা রে আমার প্রাণ।

৬০৫

আমার বাংলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শোনো বলি এক আজব দেশের কথা
সে আজব দেশ আমার বাংলা-দেশ
বৈশাখে তার নিদারুণ কঠিনতা
আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি-বাউল বেশ।
সোনার শরতে শুভ্র মেঘের মতো
অপরূপ সাজে সেজে থাকে সারা দিন

নানা উৎসব আনন্দ আছে যত
সব নিয়ে আসে—সে সুখ তুলনাহীন।
অঘ্রানে তার মায়ের মতন স্নেহ
সোনার ধান্যে করে সে আশীর্বাদ
ধান্যের ঘ্রাণে পবিত্র হয় দেহ
ফাল্গুনে পাই নবজীবনের স্বাদ।
কত আর লিখি, লেখার তো নেই শেষ
স্বপ্নেতে গড়া আমার এ বাংলা-দেশ।।

তেরো পার্বণের ছড়া

সুনীল জানা

একটি সে দেশ আছে, বাংলা যে নাম তার।
এমন দেশটি খুঁজে কোথাও পাওয়া ভার।
আকাশ ছড়ানো খুশি, বাতাসে গানের সুর।
নদ নদী মাঠ ঘাট সেই সুরে ভরপুর।
বাঙালির বুকে বাজে খুশিভরা রেশ তার।
পূজা পাল-পার্বণে ভরা বুক দেশটার।
কারণে বা অকারণে আনন্দ উৎসব।

ঘরে ঘরে দেশ জুড়ে, কে রাখে হিসেব সব?
দিন কাটে, মাস কাটে, কেটে যায় বৎসর—
উৎসব লেগে থাকে বাঙালির ঘর ঘর।
ছয় ঋতু, বারো মাস— কুলোয় না তবু তার,
বারো মাসে তাই তেরো পার্বণ বার বার।।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বা — কি আষাঢ়, কি শ্রাবণ
মাসে মাসে চাই তার দু' একটা পার্বণ।
ভাদ্র বা আশ্বিন, কার্তিক অঘ্রান
উৎসবে উচ্ছল বাঙালির মন প্রাণ।
পৌষে কি মাঘ মাসে ফাল্গুনে চৈত্রে
জমে নানা উৎসব নানা বৈচিত্র্যে।
শেষ নেই, সীমা নেই— গ্রীষ্মে কি বর্ষায়
শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তে আসে যায়
কত কি যে উৎসব কত উপলক্ষে।
শত দুখে কষ্টেও বাঙালির বক্ষে
ফুর্তির বান ডাকে, রং লাগে চোখে তার—
বারো মাসে তাই তেরো পার্বণ বার বার।।

Pleasure Reading :

Sparrow

Little brown sparrow, sat upon a tree,
Way up in the branches, safe as
he can be !
Hopping through the green leaves, he
will play,
High above the ground is where
he will stay.

The Ostrich

Here is the ostrich straight and tall,
Nodding his head above us all.
Here is the spider scuttling around,
Treading so lightly on the ground.
Here are the birds that fly so high
Spreading their wings across the sky.
Here are the children fast asleep,
And in the night the owls do peep,
“Tuit tuwhoo, tuit tuwhoo!”

The Big, Red Train

Peep ! Peep! The Whistle's blowing,
The bright green light is glowing,
The big, red train is going,
Toot! Toot ! We are on our way!

Two Little Dickie Birds

Two little dickie birds sitting on a wall
One named Peter, one named Paul.
Fly away Peter, fly away Paul,
Come back Peter, come back Paul !

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ এই দুটির নথিকে ভিত্তি করে দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের জন্য এই নতুন বই রূপায়িত হলো।
- উপরোক্ত দুটি নথিই ভারমুক্ত আনন্দময় শিখনের কথা বলে। নতুন বইটি প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও গণিতের সমন্বয়ে এবং সেইসঙ্গে বর্ণময়চিত্র, নাচ, গান, কৃত্যালি ও খেলাধুলার সংযোজনে গড়ে উঠেছে।
- শ্রেণিশিখনের ক্ষেত্রে যে চারটি ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তা হলো—
  ১. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (child centric learning)
  ২. হাতে কলমে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন (activity-based learning)
  ৩. সমন্বিত শিখন (integrated learning)
  ৪. আনন্দময় শিখন (joyful learning)
- দ্বিতীয় শ্রেণির আমার বই-এর সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে বিভিন্ন ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ।
- শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'-এর সঙ্গে খাতাও ব্যবহার করবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজপাঠ', দ্বিতীয় ভাগ রয়েছে এই সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রে।
- বইটির প্রথমভাগে (এক) প্রথম শ্রেণির আমার বই-এর সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে কিছু কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে যাতে শিশু গত বছরের অর্জিত সামর্থ্যের পুনরালোচনা করতে পারে।
- দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীরা প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনও শিখবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩ থেকে ২৫ পাতা জুড়ে বর্ণের ক্রমিক বিন্যাস অনুসারে (বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন সম্বলিত) ভিত্তিপাঠ এবং নানা যুক্তব্যঞ্জনের 'হাতেকলমে' চর্চার পরিসর তৈরি করা হয়েছে। এই অংশটি নমুনা হিসাবে ব্যবহার হবে। এই ধরনের আরো নানারকম উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় TLM শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিশিখনের জন্য ব্যবহার করবেন।
- দ্বিতীয় শ্রেণির প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনের জন্য বইটির দ্বিতীয় ভাগের (দুই) শিখন সামগ্রী রচনা করা হয়েছে।
- প্রতিটি শিখন উপকরণ ও কর্মপত্র এমনভাবে রচনা করা হয়েছে, যাতে শ্রেণিশিখনের সময়ই শিশুর অলক্ষে তার নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation/CCE) হয়ে যায়। মূল্যায়ন হবে প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক—উভয় প্রকৃতিরই । CCE এর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রস্তুত ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও গৃহীত Peacock Model- ই অনুসৃত হবে।
- আশা করা যায়, রাজ্যের সকল শিক্ষিকা ও শিক্ষকের সহায়তায় দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' শিক্ষার্থীর খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠবে।

নিজের কাজে লাগাই

এই পাতাটি শ্রেণিশিখনের কাজের জন্য শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে।

নিজের কাজে লাগাই

এই পাতাটি শ্রেণিশিখনের কাজের জন্য শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে।

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লেখো:

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লেখো: